

Comp

N.S.S.

A.c. No. 1990 - 2959

D to 24.10.90

Item No. B/B-2655A

Don. by

Micro

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী

নাটক ।

৮ ভূর্গাদাস দাস প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

“ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীষ্মা অগ্নি
নাচিতে চানুগাভাগে নন্দর ভিতর
“পরভূতের লনা মথ জগত বিদ্যে
নাকি কিংবা নাভুতের”

“সাহি না স্বর্গের পদ, নন্দন কান
সুখের দিগি দান, স্বর্গের জীবন

“না গহিতো যামিহুবা ন নাশু দণ্ড প্রভেদে”

কলিকাতা ;

কি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১ নম্বর বহাদুরি ষ্ট্রীট—লালদাজি ;

৭৩৩

উৎসর্গ।



পত্রযাত্রাধা, পূজাপাদ, গুরুদেব,
 ত্রিযুক্ত পণ্ডিত হারকানাথ বিদ্যাবূষণ,
 সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
 ঐচ্ছাধায়েষু।

গুরুদেব।

আপনি বঙ্গদর্শিত্তগণের একজন প্রধান নেতা। অতীত
 বিপ্লবের "বিনোদিনি" কে জীবন্ত করে রেখেছেন। যদি
 ইচ্ছাতে কোন দেশ দুঃস্থ হয়, বাঙ্গালার পত্রিকার বসিবে - বনি - হক
 তাকে বসিবে। আজও বিদ্যুতের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। পত্রিকার
 কে বের করে, গুরুদেব? - আমার পত্রিকা বসে নিজেই আছে।
 সংকুচিত বিতালকের প্রথম সাহিত্য কোর্স, পূর্ণানন্দ মিহলি
 করিতাম্ - ১৯১৩ বঙ্গবর্ষের কথা মনে আছে - "বুড়োবাবু" মত
 বামালিয়ার প্রতি আপনার উৎসাহিত করা উৎসাহের কারণ
 এখনও আমার হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কবে, "বিনোদিনি" কে
 সোমপ্রকাশের বিক্রিও করিবে না - বাসিলাত।

চিঠিগাত হার,
 ঐউপেন্দ্রনাথ দাস।

বিজ্ঞান।

এতদিন সন্ধ্যার সময়, মাসিকাগ্রায হইতে কলিকাতার আগমন-
লাগে, এত বটরক্ষ্মুলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি
ক, তাম্র বটাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহান এত
লাগে, হস্তাক্ষরে, এই কলমের কথা লিখিত ছিল :—“নবমোদয়
মিঃ এতদিন প্রকৃত জানোয়ার—বৎসর বৎসর হিন্দুধর্মের
স্বিত্ত্ব ! নৃত্যকলিক কে পুনর্জীবিত করিতে পারে !
তাহি ন সিং কলিকাতা আসোসিডেসব্’ নামে একটি
চিহ্নের দ্বারা। শিখিরকুমার ঘোষের দ্বারা হইতে
মক্যাত্ত নামের ‘প্রাচীর কাব্যসংগ্রহ’ করিতে
স্বিত্ত্বকলিক। কে পড়ে !”—ইহার অর্থ কি !
কলিকাতায় অনুগ্রহ পুংসের আর্দ্রদর্শন কার্য্যসমূহ
সহজ হইবার উদ্যোগ পুস্তক উদ্যোগে প্রকাশন
পুস্তকখানি প্রিগ, বিগ বা চতুশ্চন্দ্র, তাম্র
এত আত্মদর্শনের সুযোগ সন্ধ্যাক ১৮৮৮
সন্ধ্যাক ১৮, ১৮, মহানগরে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন
সন্ধ্যাক ১৮। তিনি পুস্তকখানি উদ্যোগে পাঠাইয়া
স্বিত্ত্ব করিয়া, প্রাচীরভাবে বলিলেন,—“বৎসর
এত” প্রকৃতি পুস্তক অপেক্ষা নিশ্চয়ই কোন কোন

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।



পাঠকবর্গের অনুরোধে “স্বপ্নে বিনোদিনী”র দ্বিতীয় সংস্করণ
এতদিনের পর প্রকাশিত হইল; প্রথম মুদ্রিত সহস্র খণ্ড কয়েক মাস
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ এত বিলম্বে
প্রকাশিত হইবার কারণ আছে:—উপেন্দ্র বাবু, ইহার প্রকাশক এক্ষণে
লণ্ডনে ও তাঁহার নিরাক্ষিত প্রকাশক বাবু ভাদ্রীচরণ দাস মৃত; সুতরাং
ইহার প্রকাশক হইতে কেঁদে মনে কষ্টের সহিত পাঠকবর্গের অনু-
কম্পার ইহাও ক্রমে জানে। তাহাৎ প্রকাশিত করিয়া মুদ্রিত করা গেল।
কিন্তু মধ্যে মধ্যে ও পাঠকবর্গের অনুরোধে প্রকাশিত হইবে; সেইগুলি
অনুগ্রহ পূর্বক সংশোধন করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে রাখিব।

কলিকাতা

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে

৮ই আগস্ট ১৯০৬ খ্রিঃ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

| | | |
|---------------|-----|----------------------------|
| রাজচন্দ্র বসু | ... | কথক। একজন কথকগণের ব্যক্তি। |
| সুরেন্দ্র | ... | কথক। |
| হরিপ্রিয় | ... | কথক। |
| নীলকণ্ঠ | ... | কথক। |
| মাক্রেণ্ডেন | ... | কথক। |
| কলকাস | ... | কথক। |

| | | |
|-------------|-----|------|
| বিনোদিনী | ... | কথক। |
| শিলাজমোহিনী | ... | কথক। |

কথকগণ, বদীশ, কথকগণ।



সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

ছগলির অন্তিকস্থ বংশবাণীগ্রাম—রাজচন্দ্র বসুদেব বাণী

বিনোদিনী আসীনা ।

বিনো ।

(গীত ।)

রাগিণী কিংকিট, তাল মধ্যম

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ

নোণার ভারত আহা ঘোর বিধি

শোক সাগরেতে ভাসি

ভারত মা দিবানিশি,

স্মরি পূর্ব যশোরালি,

কান্দিতেছে অবিরল ;

কে এখন নিবারিবে,

জনকীর অশ্রুজল !

গীত সমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্বে, অল কিতভাষে, হৃদয়ে

প্রবেশ ও বিনোদিনীর এক পার্শ্বে বিত্তি ।

বিনো । (গীতান্তে) তিনি এই গান্টা শুনে বড় ভাল বাসেন ।

সুরে । (সম্মুখীন হইয়া, সম্মুখস্থের) আসি শুনে ভালবাসি বসেই
কি গান্টিয়ে, বিনোদ ?

বিনো । (উপনিপূর্বক লজ্জিতভাবে) বাবু । আপনি কখন এলেন ?

সুরে । এই কতক্ষণ ।

বিনো । (দ্বিৎ হাতের সহিত) “তিনি শুভে ভাল বাসেন,”

আপনাকে বোকালে কেমন করে জানলেন ?

সুরে । (সহাস্তে) বলি, তবে কি আর কেউ—

বিনো । (সলজ্জে) যান, যান, আপনার সকল কথাতেই পরিহাস !

সুরে । আমি এখনি যাব বটে ।

বিনো । আস্তে না আস্তেই যাব যাব করছেন, এমন আস্তে আপনাকে কে বলে ? যান, আপনি এখনি যান ।

সুরে । (সহাস্তে) আচ্ছা, তবে আমি যাই । (হুই এক পদ গমন ।)

বিনো । (সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্বক) বসুন, —আমার মাথা ব্যথা করুন । (উভয়ের উপবেশন ।) ঠাকুরদাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

সুরে । হয়েছে । তিনি আমাদের বিবাহের জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত — বলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয় ।

বিনো । আপনি আজ কোথায় যাবেন ?

সুরে । হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেওল সাহেবের কাছে ।

বিনো । কেন ?

সুরে । তিনি আমার খরচ টাকা ধারেন । সেই টাকার জন্ত ।

বিনো । সাহেব নোক করেন ?

সুরে । বড় ভয় । সাহেবের মধ্যে এমন কখন দেখিনি বলেও হয় । মুরাদপুর ইংরাজদের জায়গার উপর আমার দরদারী নন । ম্যাক্রেওল সাহেব আমার বাসিন্দা হলে ভাল হত । কিন্তু বাঙ্গালিদের সঙ্গে বাঙ্গালার ভিন্ন কথা কন না । তাঁর উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালিদের মত ।

বিনো । দেখুন, আপনি যদি বলেন, কিন্তু আমার নম্র কেমন ভাল চেকছে ন, —যেন আপনি কি কোন বিপদ হলে, বিপদ হবে, আশঙ্কা হচ্ছে ।

সুরে । (নম্রহে) সে কিনি আমারে সভ্য ভাল মান বলে ।

বিনো । তবে অস্ত্র কি কি না কে ?

সুরে । (দ্বিৎ হাত পাতলা করে) কান্দো বলে থাকেন বটে, যে বিপদের আগে বিপদের ছাড়া পলাতন হন । কিন্তু এই দুটোর উনবিংশ

শতাব্দীর কঠোর বিজ্ঞান তা বিশ্বাস করতে দেবে কৈ? তবে কাকতালীর-
 ভায়ে হঠাৎ যদি এক আশ্চর্য মিলে যায়, সে আশ্চর্য ক'রা—
 তবে, বিনোদ, আমি এখন আদি?

বিনোদ। (সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া, সঙ্কলনরসে) আমার মনে কেমন
 নিজে, আপনার আজ কোন তারিখ বিপদ হবে।—(চক্ৰ মুছিয়া) তা বা-
 হোক, কাল আবার আসবে নু ত?

সুরে। (সম্বোধে) কবে আমি না আদি, বিনোদ?

বিনোদ। না, বলুন, আসবে নু?

সুরে। হ্যাঁ, আসবে।—তা, এখন আদি?

বিনোদ। (চক্ৰ মুছিয়া) আ—হু—নু।

সুরে। (স্বপ্নাভি) প্রণয়ের কি মধুময়ী মূর্তি!—কিছু স্মিকান কি
 এই রকম হইবে।

[প্রস্থান।

(সুরেন্দ্রের করতলস্থ মণ্ডিত, সজ্জিত কানের দিতি।)

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। (স্বপ্নাভি) সে, এমন করে বিচলিত হইল, কি? (সহাসে)
 সুরেন্দ্রের মনে কোন বস্তু, মুক্তি? তা কোন্‌র দ্বারা প্রকৃত পারি নি—
 তুই কোন্‌র প্রণয় কর, আনাকে যে মনে আসবে কি? কেনন বুড়
 হাবড়া হইবে। "বহুত তকী" (আজ) হাঃ হাঃ হাঃ।

নীলকণ্ঠের জটিল গ প্রবেশ।

নীল। বশাই, সেই বাহাদুর, সম্ভ্রমার্থে বাহাদুর প্রবেশে।

সুরে। (স্বপ্নাভি) (স্বপ্নাভি) সুরেন্দ্রের বহাদুর প্রবেশে? তা তাঁকে
 এইখানে সঙ্গে করে নিয়ে আর, বিবিকে আশীর্বাদ করে যান।
 (বিনোদিনীর প্রতি) এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই।

নীলকণ্ঠের প্রস্থান ও নায়ককে নইবা পুনঃ প্রবেশ।

রাজা। (প্রণাম পূর্বক) আমিও আজি হয়, বন্দু।

রাজা। আ—হা—হা—হা। (উপবেশন।) বরসাধিকা প্রযুক্ত সকল বিষয়ে কতখুব হয়। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কালের বিচিত্র নীলা, কে পাছেবসিতে। আ—হা—হা। (বিজ্ঞপ্তি।) কক কে, তুমিই সার।

নীল। (স্বগত) বাসুনের ভিটকিনিমি দেখ। পেটের—হচ্ছে,—মতাহে, তুমিই সার।

রাজা। দিদি, ওঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর।

(বিনোদিনীর তথাকরণ।)

নায়। সাবিজীর তার পতিব্রতা হও, মৌরীর সদৃশ সান্নিধ্যিয়া হও। কন্যাটি বড় সুলক্ষণযুক্ত। (রাজচন্দ্রের প্রতি) কোথায় বিবাহ হইয়াছে, মহাশয়?

[বিনোদিনীর লজ্জিততাকে প্রস্থান]

রাজা। আজ্ঞা, কন্যাটি বাক্যাত্ম হয়ে আছে মাত্র, এখনও কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি।

ভায়। (মুখব্যাঙ্গান পূর্বক) বিবাহ হয় নাই!!

রাজা। ওর পিতা সুরেন্দ্রকে বড় ভাল বাসতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে (অশ্রু মুছিয়া) আমাকে শপথ করিয়া যান, যে সুরেন্দ্র ভিত্তি আমার কাকেও আমি তাঁর কন্যা সম্প্রদান করব না। সুরেন্দ্র আজ কাল করে করে, বিবাহ এতকাল স্থগিত রেখেছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, পৌত্রীটির অন্যত্র বিবাহ দিতে পারি নে।

ভায়। সুরেন্দ্রবাবুর মতর বিবাহকরণে অমতটা কিম্বদন্তি জন্যে প্রস্তুত অরই ত পাইবেন। হঃ, হঃ, হঃ।

রাজা। আজ্ঞা, ওরা সব নবাবদল, ওঁদের সকল বিষয়েই নূতন প্রকারের মত। বলেন, “বিবাহের জন্য অন্ত তাড়াতাড়ি কেন? এক সময়ে হলেই হয়।”

ভায়। মহাশয়, ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া কতকগুলি যণ্ডামার্ক অবতার হইয়াছে, তাহার দোষটাকে খাইল, একবারে খাইল। বিবাহের জন্য

অতী বাতাতাড়ি কেন? আরে, ইহার পক্ষে কি একেবারে সম্ভব কতক বিবাহ করিবে নাকি?—হা মহাশয়, এই বাবুটা নাকি এ বানিতে প্রায় বাতাতাড় করিয়া থাকেন, এমন কি বাটার মধ্য পর্য্যন্ত নাকি কখন কখন গমন করেন?

রাজ। ছর সাত কসর বরসু থেকে দুইজনে একর খেলা হুলা করেছে, এখন একেবারে বাওয়া আসা পর্য্যন্ত কি করে রহিত করি। কিন্তু মুরেশ্ব বড় ভাল ছেলে, স্বভাব—বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

ভার। হইতে পারে, কিন্তু যুবকযুবতীর যুত অনল সম্পর্ক। অবুঝ বহাদর দুইজনে এপ্রকার দেখা শুনা হইতে দেওয়া বড় ভাল বিবেচনা হয় না। ইহা অনাহারী ব্যক্তির সম্মুখে মিষ্টান্নবিশ্লেষণের তুল্য কার্য হইতেছে, মহাশয়।

রাজ। (দ্বিগুহাস্ত পূর্বক) অরে—এ—এ (নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কখন।) কিছু বেশি করে আদিস, সুবেহিন্ত ত?

নীলকণ্ঠের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে “সন্দেশ”

ইত্যাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

রাজ। আসন, পা ঘোবার জল টল, সব দে। দে, নীজ দে! নীলকণ্ঠের তত্ত্বপকরণ।)—(ভারবস্ত্রের প্রতি করবোড়ে) আচ্ছা, তত কলিৎ—

ভার। (সবর উৎসাহপূর্বক) হঃ, হঃ, হঃ, হঃ, তাহা সবিশেষ বলি। কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! আপনি হচ্ছেন কায়স্থকুলের গৌরব! পাদপ্রক্ষালনপূর্বক উপবেশন ও নীজ সন্দেশ বিশেষকরণ।)

রাজ। অরে—এ (নীলকণ্ঠের প্রতি ইঙ্গিত।)

নীল। (স্বগত) আনুতে না আনুতেই নিকেশ।

প্রস্থান ও পুনর্বার সন্দেশ আনিয়ন।

রাজ। অরে—এ—এ।

নীল। (স্বগত) বিশ্লে বায়ুন্টা করে কি গো! সেব জিনেবের তরি মধ্যে গঙ্গা প্রাঙ্গি হয়েছ। ভুঁড়িটা তেডলা ওদাম্ নাকি!

প্রস্থান ও সন্দেশ আনিয়ন।

রাজ। অরে—এ—এ।

নীল। (সতয়ে) ও বাগা, আবার !

প্রস্থান ও সন্দেশ আনয়ন।

নীল। (কৃতাক্ষণি হইয়া, জনাস্তিকে রাজচন্দ্রের প্রতি, ত্রাসিতস্বরে)
কর্তামশাই আমার মাইনেটা হিসেব্ করে চুকিয়ে দিন্।

রাজ। (সাস্থর্ঘ্যে) কেন রে !

নীল। মশাই, আমি আর এ বাড়িতে চাকরী করব না। (ক্রন্দনের
সহিত) আপনি কোন্ দিন বাড়ি থাকবেন না, আর ঐ বামুনচাকর
এসে যদি খিদের চোটে আমাকেই পেটে পুরে বসেন ? (চক্ষু মুছিতে
মুছিতে) দোহাই কর্তামশাই, আমি মার এক ছেলে, আমি বই মার আর
কেউ নেই।—ঐ দেখুন, হাঁ দেখেছেন ?—আবার কুল নাকি ?
বাবাগো, মাগো—

[সতয়ে বেগে পলায়ন।]

স্বায়। (মন্তকোত্তোলনপূর্বক) ওকি, মহাশয়, ঐ বামুনটি যেদিন
করিতে করিতে পলায়ন করিল কেন ?

রাজ। আজ্ঞা না, ও কিছু নয়, আর কিচিৎ—

স্বায়। অধিক আর বড় প্রয়োজন নাই, আর সে যেতেকু হইলই
একগণকার মত হইবে।

রাজ। অরে ভালো ?

অন্য একজন ভূত্যের প্রবেশ ও সন্দেশ দিয়া প্রস্থান।

স্বায়। (আহার সমাপ্ত করিয়া ও উদরোপরি হস্ত দুলাইয়া) হ—
উ—উ। কিঞ্চিৎ জলযোগ হইল। হ—উ—উ। এক্ষণে সপ্তম দিবস
ভোজন না করিলেও বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না। হ—উ—উ।

রাজ। আচ্ছা, স্বায়রত্নমহাশয়, আপনি কদের সন্দেশ খেতে পারেন,
অর্থাৎ কত হলে আপনার বেশ পরিতৃপ্তি রকম আহার হইবে, পেট
সম্পূর্ণ ভরে ?

স্বায়। (চক্ষুবিস্তারপূর্বক) হরি, হরি ! পেট ভরার কথা কি বলেন,
মহাশয় ! পেট কখনই ভরেন না—কখনই না। ওটা আপনাদের—সম-
সার মাত্র। তবে, খাইতে, খাইতে, খাইতে, কালক্রমে চোয়াল বাগা

করিলেও করিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না।—
তবে এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

রাজ। (প্রণাম পূর্বক) আসূতে যাত্রা হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ।

হৃগলির উত্তরপ্রান্তে গঙ্গাতীরে গরি ম্যাক্রেওলের
উজ্জানবাটী।

ম্যাক্রেওল ও কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

ম্য। কৃষ্ণদাস, আমি আশা করি তোমার অতীতভীরুর কটন-
বলী তোমার স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত বা বিস্মৃতিত হইয়াছে। রণাঙ্গণের
বিচাৰালর তোমার রক্তপাণের স্তম্ভ কেবলুপ হইয়াছিল,—কীটিকাষ্ট
প্রস্তুতই ছিল, শুধু আমার অনুগ্রহেই তুমি ক্ষমা পাইয়াছিল। কামান,
কমাত স্তম্ভ হইও না। স্তম্ভত করিলে তোমার নিঃস্বরই ন পূর্ণ ক্ষতি
হইবে, আমার তুমি কিছুই করিতে পারিবে না,—বার্ষিক ও ত্রিভৌমিক
বলিয়া আমার দর্শনর খ্যাতি আছে।—আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে
যে কোন দণ্ডে পৃথিবী হইতে বিদায় দিতে পারি, তাহাও বেয়াস হয়,
জাত আছে?

কৃ। অদীন আপনার ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের উপর এত অবিশ্বাস
কেন, প্রভু?

ম্য। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না, অবিশ্বাস করিলে
তোমাকে এমন উচ্চপদ প্রদান করিতাম্ না,—মতক করিয়া দিতেছি না;
মেই মরদাওরালোর কি হইল?

কৃ। ধর্মপেতায়, সে ছুঁড়িত কোন মতেই স্বীকার হয় না।

ম্য। মহাজে না স্বীকার হয়, রামকান্ত সুখোপাধ্যায়ের দৌক দে
সিগার মানা হইয়াছিল, মেই উপায়ে আনিবে। অদীন নাহ?

ক। স্বরণ আর নেই, প্রভু! আপনার কোন কথা আমি কবে
বিস্মৃত হয়েছি, ধর্মাবতার? দাস কি কখন বিস্মৃত হতে পারে?

ম্যা। উত্তম।—দেখ, কুরুদাস, সুন্দরী ত্রীলোক দেখিলেই আমার
প্রাণটা কেমন লক্ষ দিয়া উঠে।

ক। হতেই ত পারে, ধর্মাবতার, (স্বগত) ও বে নাড়ীর টান্।

ম্যা। আমি সুন্দরীদিগের আলিঙ্গন বড় ভাল বাসি।—

হুয়েন্সের প্রবেশ।

হুয়েন্সবাবু বে! (সৌজন্যপ্রকাশ পূর্বক) আনিতে আজ্ঞা হয়, ভাল
আছেন্ ত?

হুয়ে। আপনি ভাল আছেন?

ম্যা। আপনাদিগের আশীর্বাদে দেখুন, আমি কেমন উত্তম
বাজালা বলিতে শিখিয়াছি! আমাকে গবর্ণমেন্টের কোন বিশেষ পুর-
স্কার দেওয়া উচিত।

হুয়ে। ম্যাক্রেগেল সাহেবের সৌজন্যতা আর বাদালাতিজ্ঞতা,
উভয়ই সুপ্রসিদ্ধ।

ম্যা। তবে অল্প কি নিমিত্ত আপনার শুভাগমন হইরাছে?

হুয়ে। সেই—টাকা—বা—ঋণ—নিরেহিলেন্—তা—এখন—
পারিশোধ—করা—কি—সুবিধা—হবে?

ম্যা। (স্বগত) ডেট্‌স্, ডেট্‌স্, ডেট্‌স্,—নবিং বট্ ডেট্‌স্ অন্
অন্ সাইড্‌স্। (প্রকাশ্যে) আপনার নিকট আমার স্বাক্ষরিত কোন ঋণ-
পত্র আছে?

হুয়ে। আজ্ঞা, হাঁ, আছে।

ম্যা। লইয়া আসিয়াছেন্?

হুয়ে। আজ্ঞা না।

ম্যা। তবে অনুগ্রহ পূর্বক, ঋণপত্রখানি লইয়া সন্মার পর আর
একবার আনিবেন।

হুয়ে। যে আজ্ঞা, তবে এখন আর আপনাকে রুখা কদে দেব না।

[শিষ্টাচারানুসার প্রস্থান।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

দৌড়ে দেখে আর দেখি, জামাই বাবু ছগলি থেকে কিরে এসে-
ছেন কি না। তোকে হু আনার ছানাবড়া খাওয়াব।

নীল। খাওয়াবে ত, না সেবারকার মত কঁাকি দেবে ?

হরি। নাহে না, এবার নত সত্য খাওয়াকি। যা, দৌড়ে যা।

[অব্রিতপদে নীলকণ্ঠের প্রস্থান।

হরি। দেখি, বাণ কতদূর যায়। (চিস্তিতভাবে পরিক্রমণ।)

হাঁকাইতে হাঁকাইতে নীলকণ্ঠের পুনঃপ্রবেশ।

নীল। এসেছেন—এখন—এখানে—আসবেন। দাও এখন,
আমার ছানাবড়া দাও।

হরি। অত্যন্তভাবে আচ্ছা, দুই আর দুই যদি পাঁচ হয়, তবে
দুই আর তিন কত হবে ? (অদ্বৈত গণনাপূর্বক) কেন, বাঃ, সাত
কবে, এত পড়েই রয়েছে। আচ্ছা—

নীল। বলি আমার ছানাবড়া দাওনা, দাদাবাবু ?

হরি। আমি সেদিন যে সেই টিক্‌টিকি বেটাকে খুন করে ফেলে-
নেন, তাতে আমার কঁানি হওয়া উচিত, কি পুলিশোলাও হওয়া
উচিত ? জীবহত্যা মহাপাপ। আহা, তার মা বাপ হয় ত তার জন্ম
কত কঁাদছে ! কঁানির চেয়ে পুলিশোলাও ভাল না ?

নীল। [ক্রন্দনের স্বরে] বলি অ দাদাবাবু, তুমি ত রোজ পুলিশ-
পোলাও কত কি খাচ্ছ, আমার ছানাবড়া দাওনা এখন, বাঃ।

হরি। [দীর্ঘনিশ্বাসে] প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক।
হরিপ্রিয়, তুমি বড় উত্তম বালক, অতি সুবোধ ও শাস্ত। তোমার রূপ
দেখে আমার মেয়ে একেবারে মোহিত হয়ে পড়েছে। তোমার হাত
পায়ে পড়ি, আমার ঘেরেকে বে কর, তা না হলে সে বিষ খেয়ে
মরবে—আমার অর্ধেক রাজ্য তোমাকে দিচ্ছি।

নীল। (ক্রন্দনের সহিত) বলি, আমাদাবাবু, আমার হানাবড়া নাও না। রাঁ।—রাঁ—রাঁ—রাঁ, —রোজ্ রোজ্ কাঁকি।

হরি। আরে তা নানা, নানা না, তা নানা। (অদভঙ্গীর সহিত) আরো শিবু নাচি নাচি যায়, শিবু ডুগুগুগি বাজার—আরে শিবু ধাঁইকিড়ি যায়।

হঠাৎ নীলকণ্ঠের পদঘষ ধারণপূর্বক তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

নীল। উঃ, হঃ, হঃ,। মাগো, বড় লেগেছে গো। (উত্থান।)

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। কিরে, নীলে, কাঁদছি কন?

নীল। দেখ দেখি, জামাইবাবু—

সুরে। (সহাস্তে) আমাকে জামাইবাবু বলে ডাকতে আবার তোকে শেখালে কে?

নীল। কেন, ঐ দাদাবাবু।

সুরে। না, আমাকে শুধু সুরেন্দ্রবাবু বলে ডাকিস্।

নীল। দেখ দেখি, সুরেন্দ্রবাবু, আমাকে দাদাবাবু রোজ্ রোজ্ কাঁকি দেয়,—দাদার উল্টে দাব, হুঁ—উ—উ।

সুরে। তুই করেছিলি কি?

নীল। আমি কিছু করি নি। আমাকে বলে, “তোকে হানাবড়া দেব, জামাইবাবু হুগলি থেকে ফিরে এসেছেন কি না দেখে আর”। আমি দেখে এসে যেই হানাবড়া চাইসে, আমাকে এ—এ—এমনি করে উল্টে ফেলে দিবে চলে গেল। (পতন)। (উত্থানপূর্বক) এমনি লেগেছে।

সুরে। (সহাস্তে) তুই এবার আপনি ইস্কা করে পড়ে গেলি যে? আস্কা, আমি হানাবড়ার পরসা দিচ্ছি, আর। (বগলী হইতে একটা মুত্ৰা বাছির করিয়া) তোর দাব ব্যাড়াব সেয়েছে?

নীল। তের সেয়েছে, কিন্তু এখনও কাঙ্গ করতে দেতে পারে না। বড় কটে মংসার চলেছে।

মুরে। আচ্ছা, এই টাকাটা নে। (মুদ্রাপ্রদান।) তুই এর মধ্যে তার পছন্দের হানাবড়া কিনে খাস্, আর বাকী তোর থাকে দিস্। যদি জিজ্ঞাসা করে,—বলিস্, একজন বাবু নিয়েছে, আমার নাম করিস্নে।

বীল। হ্যাঁ, তা হলে মা বলবে কোথেকে চুরি করে এনেছিল, আর কত মারবে।

মুরে। আচ্ছা মারে তখন না হয় বলিস্।

বীল। বলব, জামাইবাবু নিয়েছে।

[পলায়ন।

মুরে। (দ্বিবেং হস্তপূরক) হোঁড়া ভারি দুর্ক।

হরিপ্রিয়ের পুনঃপ্রবেশ।

হরি। বলি, কর্তা আপনার উপর কীভাবে এত চট্টলেন কেন?

মুরে। কে বললে তিনি আমার উপর চটেছেন?

হরি। সে কি! আপনি কি কিছু জানেন না! কর্তা আপনার উপর ভারি চটেছেন।

মুরে। (কিকিহুহুগতাবে) বাবু, সত্য থাকি? তুমি কেমন করে জানলে?

হরি। ভায়রত্ন মহাশয় আজ বিনোদের কোথেকে একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন।

মুরে। সে কি? তার পর?

হরি। কর্তা সব শুনে টুনে বললেন, “আমার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মত আছে, মুরে হোঁড়াটার জন্ত অপেক্ষা করে করে জ্বালাতন হয়েছি। আমার পেরিয়ার এখন মত হলে হয়।”

মুরে। বল কি, তার পর?

হরি। তার পর আমাকে বিনোদের মত জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন।

মুরে। বিনোদ কি বললেন?

হরি। হিন্দু খুব আপনার পক্ষ, আপনি ছাড়া আর কাকেও
বে করতে চায় না।

সুরে। (স্বগত) তাত জানিই ! (প্রকাশ্যে) কি বল্লে ?

হরি। মেরেমানুকের পেটের কথা কি সহজে টেনে বার করা যায়?
কত ঘোর ক্ষেত্র, উল্টে পাগুটার পর বল্লে যে “তাও কি কখন হয় ?
চাকুরদানা তাঁকে—(অর্থাৎ আপনাকে)—বরাবর আশা দিয়ে রেখে-
ছেন, তিনি যে তা হলে মনে দুঃখ পাবেন্ !”

সুরে। (স্বগত) নিজের কথা আর কি করে বল্বে ! একে ত্রীলোক,
তাতে আবার বিনোদ বিশেষ লজ্জাশীল। (প্রকাশ্যে) শুদ্ধ এই কথা
বল্লে, আর কিছুই বল্লে না ?

হরি। হঁ, বল্লে বৈকি। বল্লে যে “চাকুরদানা আরও মাস খানেক
অপেক্ষা করে নেখুন্। এর মধ্যে যদি তিনি আমাদের বিবাহ করেন্ তা'নই,-
না করেন্, তখন না হয় আমার আর কোথাও গিয়ে পের করবেন্।”

সুরে। (সকোষে) তুমি তার ভাই, তেঁা তোমার সঙ্গে তোমার
কাছে এত কথা বল্লে ?

হরি। অবিকল কি আর এই কথাগুলি বল্লে—ভাববো এই !

সুরে। (সকোষে) আমি এর এক কণ্ট্রি বিচার করি নে। বিনোদ
এমন কথা কখন বলে নি।

হরি। তা আপনি এতে রাগ করছেন্ তেঁা এত আর কিছু মন্দ
কথা নয়।

সুরে। মন্দ কথা নয় ? আমি যেন কুপার পাত্র ! বিবাহ না করলে
আমি মনে দুঃখ পাব, এই জন্ত আমাকে অনুগ্রহ করে বিবাহ করতে
স্বীকার আছেন্। তাও আবার এক নির্জীভ সময়ের মধ্যে হওয়া চাই,
তার পরে আর হবার যো নেই ! মন্দ কথা নয় ?

হরি। আপনি শুনতে চাইলেন্, তাই বল্লেম্। শুনে আপনি
রাগ করবেন্ জানলে, আমি বল্লেম্ না।

সুরে। আমি ও রাগ করি নি। মিথ্যাবাদী বলে, তোমার উপর

আমার স্নান হচ্ছে । আমি বিনোদের ঘন বেশ জানি । আমাকে যা এক দিন না দেখতে পেলো তার মনে কষ্ট হয় ।

হরি । (হঃস্বাস্তীরভাবে) আর কেউ আমাকে অমন করে মুখে উপর মিথ্যাবাদী বললে, হাতে হাতেই তার ফল পেতেম্ । (নির্বিন্দ্য পরিভাগপূর্বক) আপনাকে বড় মাস্ত করি, আপনাকে আর কি বল বলুন ! এতদিন পরে আমি মিথ্যাবাদী হলেম্ ! আবার হয় ত কবে বলবে, আমি চোর, কি ডাকাত্ ! (নির্বিন্দ্য পরিভাগ ।) কিন্তু এ ক্ষত আপনাকে একদিন অনুতাপ করতে হবে ।

সুরে । (ঈর্ষ্য লজ্জিত ভাবে) তাই, ও কথাটা হঠাৎ আমার : দিয়ে বেরিয়ে গেছে । কিছু তুমি যা বললে, তা হয় তোমার শোন্বার তু না হয় বোঝবার তুল । বিনোদ এমন কথা বলে নি । তার মনের তি এমন একটা কিছু থাকলে আমি অবশ্যই এত দিন তের পেতেম্ ।

হরি । হ্যা, আমার তুল হতে পারে, তা আমি জানি । তুল ক না হয় ? এমন কি আপনারও হতে পারে । তা আপনি ত একজন বুদ্ধিমান্ আর বিদ্বান্, আপনি এত কৰ্ম্ম ককন্ না কেন, তা হলেই স গোম্ মিটে যাবে, বিনোদকে স্পষ্টাঙ্গীকৃতি কিছু না বলে, ইন্দ্রি তাঁ গাঁটরকম করে তার মনের ভাবটা পরীক্ষা করে দেখুন না কেন ?

সুরে । বিনোদ আমার সরলতার প্রতিমূর্তি । আমি ত আর : এমনত প্রণয়কে সন্দেহ করি নে, যে পরীক্ষা করে দেখব ? আমি নি : ওষোলো নই, যে আইর্যাগোর মত তুমি আমাকে হু কথার ক্ষেপ : দেবে । তুমি যা বলেছ, তা আমি বিশ্বস্ত হয়েছি ।

[প্রস্থান

হরি । (ঈর্ষ্য হাঃ পূর্বক) সন্দেহ কর না বললে, দান, : আমি যে সন্দেহ গোড়ায় আশুন মাগিয়ে নিইছি ! তুমি প : কোথায় ! বেশি প্রণয়ের সুরেই সঙ্গের সন্দেহ জন্মায় । যেখানে : ডার, সেইখানেই বেশি সগড়া—কিন্তু আশুন মধ্য মধ্যে ফুঁটিয়ে ।

কি জ্ঞানি যদি নিবে যার ! যে হুজুরের তালবাসা, একবার চব্চবি
হলেই যে সেই হতে পারে । একেবারে গলাজল ! হিঃ, হিঃ, হিঃ ।
ক—অ—অ—মে । তুম্ দেবে না, দেবে না, তুম্ দেবে না ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গভীক ।

ম্যাক্রেগেলের বানীর কিয়দূরে তখনতাদিপরিবেষ্টিত,

তথ্যমন্দিরময়, একটি নির্জন স্থান ।

অশপৃষ্ঠে ম্যাক্রেগেল ও তৎপার্শ্বে, পদব্রজে,

কুকবাসের প্রবেশ ।

মা । (অশ হইতে অবতরণ পূর্বক) তুমি অশ লইয়া যাও । সুরেন্দ্র
আসিলে তাহাকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিও ।

ক । (ভয়ব্যঞ্জক স্বরে) এই ষোপ্ ষোপ্, তাতে আবার ক্রমেই
যেহ অন্ধকার হয়ে আসছে, আপনার এখানে এখন একলা থাকার
কি ভাল হচ্ছে ? কত রকব নম লোক লোক আছে ।

মা । নিজের চরকার তেল দেহা—তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা
কর ।

ক । (নাতিশর বিনীতভাবে) যে আজ্ঞা, ধর্মাবতার ।

(অশের বলাধারণ পূর্বক প্রস্থান ।

মা । (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ ।) আই য়াম্ ইয়মস্ট ইন্ ডেট্‌স্
ই ন ই লিপ্‌স্, য়াণ্ নক্ট্ এণ্ দিস্ ম্যাট্ট্ য়াট্ লীক্ট্, ম্‌হাউ অর
অশ, টুডে । (পরিক্রমণ ।)

সুরেন্দ্রের প্রবেশ ।

সুরে । এখানে বেড়াছেন যে !—আপনার আশ্রিত রূপত্র
এনেছি ।

মা । কৈ দেখি ?

সুরে । এই যে । (রূপত্রপানি ম্যাক্রেগেলের হস্তে প্রদান ।)

মা । (প্রাপ্তিমাত্র রূপত্র পানি গুণ গুণ করণ পূর্বক) কৈ,
মহাপত্র, রূপত্র কৈ ? আমি আপনার নিকটে কবে রূপ লইলাম ?

সুরে। (হতবুদ্ধিভাবে) করলেন্ কি ? ওখানা একেবারে ছিঁটে ফেলেন দিলেন্ ?

ম্যা। চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, অনর্থক বিরক্ত করিও না, আমা সময়ের মূল্য আছে।

সুরে। আপনার বিপদের সময় সাহায্য করেছিলেম, তা এই ি তার পুরস্কার ? আপনাকে যে আমি অতিশয় ভক্ত বলে জানতেম এতদিনে কি আপনার চরিত্রের আবরণ উন্মুক্ত হল ? না কেবল আমা ধৈর্যের গভীরতা পরিমাণ করছেন ?

ম্যা। আমি যে তোমার টাকা স্পর্শ করিয়াছিলাম্, এই তোমা পরম সোভাগ্য। তুমি আবার প্রতাপন প্রার্থনা কর ?

সুরে। (নক্সো) আপনি যে নিতান্ত সেই বাঘ আর বকের গণ্ডে যো করলেন্ ? আপনি কি মনে করছেন, আমি টাকা আদায় করতে পারব না।

ম্যা। কি রূপে আদায় করিবে ?

সুরে। সাক্ষী নেই !

ম্যা। (সহানো) নিক্সো, আমি কেবল চূষন করিয়া শপথ পূর্ণ বাহা বলিব, তাহার বিবৃতি তোমাদের এই শত বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে না। এতকাল ইংল্যান্ডের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই ? তোমার অভ্যাসে কিরা আমি আন্তরিক হুঃখি হইলাম্।

সুরে। বিনাভিষাণে দিন, আমি এই টাকার কিয়দংশ পরিত্যাগ করতে সীকার আছি !

ম্যা। তোমার এক সুন্দরী ভদ্রা আছে না ? তাহাকে একদিন আমার শয্যা পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে সীকার আছি।

সুরে। (ক্রোধিত হইয়া) কি ? (ম্যাক্রেডেলের বকে সবলে পদ দ্বাৰা ও তাহার পতন।)

ম্যা। (গৈর উঠিয়া) নরকের কুন্তর, তোমার ইচ্ছানুসারে শয়ন কর। (বদী হইতে একটা কুন্তর পিত্তল বাতির করিয়া সুরেন্দ্রকে দ্বাৰ করণ, ও তাঁহার পতন।)

ম্যাক্রেডেলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তীক।

বংশবাণী—সুরেন্দ্রের বাণী।

বিরাজমোহিনী গৃহকর্মে নিযুক্ত।

বিরাজ। দাদা দুইবার হুগনি গিয়েছেন, আজও কিব্বলেন্ না কেন?—তঁার সেখানে অনেক আলাপী আছে, হয়ত, তাদের কারও বাড়িতে আছেন। কিন্তু তাঁর আমাকে একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল, আমি এখানে ভাবনাচিন্তা নরি।—আমার দাদার মত দাদা আর কারও হবে না, দাদাকে কত বিরক্ত করি, কিন্তু কিছু বলেন্ না। (নাশ্চল্যনে) ছেনেবেলা বাপু মা ছাড়িয়েছি, কিন্তু তাঁর জন্ত এক দিনও কোন কষ্ট পেতে হয় নি। দাদাই আমার নিজের মত। সকলের কাজ করেছেন। আমাকে সেখা পড়া শেখাবার জন্ত আমার কোন বক্তব্যের আশ্রয়।—একটু পড়ি। (পাঠে অতিনিবেশিত)

পশ্চাদ্ধিক হইতে বিমোহিনী। (কোবল হস্ত ধারি)

বিরাজমোহিনী। (স্বাক্ষরগণ)

বিনো। কে বল দেখি!

বিরাজ। (সহাস্তে) আর কে, আমার তাজু!

বিনো। (লজ্জিতভাবে হস্ত প্রপঙ্কত করিয়া) তুমি দেখ!

বিরাজ। (সহাস্তে) তা এ আর রহস্য কি, আজ না হয় কাল ত হবে? (বিমোহিনীকে নিজপার্শ্বে উপবিষ্ট করাইয়া ও তাঁহার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ পূর্বক) নাথৈ তোমাকে দাদা অত ভাল বাসেন্, তুমি যে সন্দেহী!

বিনো। যাও, যাও, তোমাকে আর বাজ্য করিতে হবে না, তিনি—আমি ত তারি সন্দেহী! নিজেই গায়ের বাগে চেয়ে বস।

বিয়া। আচ্ছা, দানাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, কে সুন্দরী!

বিনো। তোমার দানা, তুমি কর।—ও খানা কি, দিনি?

বিয়া। ঢাকার “বান্ধব”।

বিনো। (“বান্ধব” হস্তে লইয়া) কোন খানটা পড়ছিলে?

বিয়া। কালীপ্রসন্নবাবুর “গৃহিনীরোগ”!

বিনো। কালীপ্রসন্নবাবুর গৃহিনীরোগ!

বিয়া। (দহান্তে) ঐ নামে তাঁর রচনা!—মত, ভাই, গৃহিনীরোগ বড় ভয়ানক রোগ। তোমার মত যার স্বভাব চরিত্র নষ্ট নয়, তাকে যেন কেউ না বে করে। চিরকাল স্বামীকে দৃষ্টে মারবে।

বিনো। (দক্ষিণবাহু দ্বারা বিয়াজকে বেড়ানপূর্বক) তুমি আমাকে ভাল বাস বলে, দিদি, তুমি আমাকে সকল গুণই দেখতে পাও।—হ্যাঁ, দিদি, তুমি “স্বর্ণলতা” পড়েছ?

বিয়া। কোন্ “স্বর্ণলতা,” ভাই?

বিনো। “জানাকুর” বা প্রথম বেরিয়েছিল।

বিয়া। ওঃ, “স্বর্ণলতা” আর পড়িনি?

বিনো। আচ্ছা, দিদি, ও বইখানার তেমন নাম বেড়ান না কেন?

বিয়া। ওতে যে কাটাকাটী নারায়ণী কিছু নেই! কাটাকাটী নারায়ণী থাকলেই আজ কাল বই খুব ভাল হয়। শীঘ্র নাম দেব।

বিনো। আমি “জানাকুর” অনেক দিন বেধি নি। এখন দেখাযা কেমন চলছে, দিদি?

বিয়া। খুব ভাল চলছে। “বন্দবিজ্ঞেতা”র লেখক রমেশবাবু এখন ওর সম্পাদক। দান বলেন, “রমেশবাবুর মত বিদ্বান্ আর মনিপুণ লেখক আমাদের দেশে অল্প আছেন। সময়ে তিনি বহুই বাবুর সমান হতে পারেন।

বিনো। তার মত লোক সম্পাদক হলে আর ভাল চলবে না?—হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, তোমার দানা কি আজও অল্পে নি?

বিয়া। (দহান্তে) বলি বলি মনে করি, লাঞ্জে না হতে বাণী!—ভাল কথা মনে পড়ে গেলই বটে! ওটা যেন ওত এতটা দরকারী কথা নয়! অগতঃ ঐটে জিজ্ঞাসা করবার জগৎ তোমার প্রশংসা এতক্ষণ হই

কট্ কব্ছিল! “আনাহুর”, “অর্ণনতা”, ছান ত্যান কতক্ ওল আগ্‌ডম্ বাগ্‌ডম্ বকিরে মার্ছিলে। আমি চুপ্ করে বসে আছি, বলি দেখি দিখি কত কণে জিজ্ঞাসা করে! (বিনোদের গাল টিপিয়া) এত ঢালাকী শিখ্লে কবে?

বিনো। না, বল না, দিদি, তিনি এসেছেন কি না?

বির। (সহাস্তে) এলে কি আর তোমার সঙ্গে না দেখা করে আগে এখানে আসতেন্!—আহা, তন্নীর আমার মুখ খানি অমনি শুকিরে গেল!—একটু কানতে হবে নাকি?

বিনো। (বিরমুখে ঐষৎ হাস্তের সহিত) হঁ—উ—উ, কানতে হবে বে কি!—হ্যাঁ, দেখ, দিদি, হরিনাদা অনেকক্ষণ একলা বাইরে বসে আছে। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। তাঁকে এই খানে ডেকে নিয়ে আসব?

বির। নি—য়ে আ—স্—বে, নি—য়ে—এ—স।

বিনো। “নি—য়ে—আ—স—বে, নি—য়ে—এ—স”, অমন করে কথা বলা কেন? তিনি কি কখন বাড়ির ভিতর আসেন্ নি? আমি তাঁকে নিয়ে আসি।

অস্থান ও হরিপ্রিয়ের সহিত পুনঃপ্রবেশ।

বিনো। এফি, হুজনেই ঘাড় হেঁট করে রইলে বে?

বির। (খগত) বিনোদের মত পাগল যদি আর কোথাও বেবে থাকি!

হরি। বিনোন্, বাইরে হুড়ি গাছটাকলে এসেছি, কেউ আবার নিয়ে টিগে বাবে, আমি একবার দেখে আসি।

বিনো। কে তোমার হুড়ি নিয়ে যাবে?

হরি। (খগত) কোন মতে পাশ্ কাটিয়ে পালাতে পারলে বাচি। আমি সব দরজা পারি, কেবল মেয়ে মানুষ ওগর চাউনি মধ্ করতে পারিনি, যারে যেন কাটা দেটে। (একান্তে) আমি একবার দেখে আসি।

বিনো। (খগত) এসেছি, বাও।

হরি। (খগত) হুজনেই আমার হু। বাস্, বাস্ দিয়ে দর হাটল।

[প্রস্থান।

বিনো । হরিদাস, কেমন এক রকম লোক । মনটা সাদা, অথচ তারি সঙ্গে কেমন একটু “ছেলেমান্নি—ছুকুন্দি” আছে । ওঁকে দেখে ভুমি অত লজ্জা কর কেন, দিদি ?

বিরা । চল তাই, একবার ছাদে যাই, ডাক্তারী বলে কেমন এক রকম সুন্দর ফুলের গাঁছ কিনেছি, দেখাইগে চল ।

বিনো । হুঁ—উ, কথটা অমনি ঢেকে দেছে ! আচ্ছা, দিদি, আমি সব বুঝতে পারি !

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বংশবাণী—রাজচন্দ্র বসুর বাটীর অনতিদূরে নরসীকুল ও গ্রাম্য পথ ।

সুরেন্দ্রের প্রবেশ ।

সুরে । কৃত্তব, বিশ্বাসঘাতক, নরাধম ! বাহাদুরের এক মাংশপেশীতে মাত্র আঘাত লেগেছিল, তাই রক্ষা পেয়েছি । পাপিষ্ঠ, নারকী আমার জীবন নাশ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল ! (কৃত্তবাসু হইয়া, যুক্তিবদ্ধকরে) স্বর্গ সাক্ষী, যদি জীবিত থাকি, পূর্ণমাত্রার এই প্রতিশোধ গ্রহণ করব । (উপস্থান ও পরিক্রমণ ।) বিনোদ্ আর বিরাজ্ হয়ত আমার জন্ত কত ভাবছে ।

হরিপ্রিয়ের প্রবেশ ।

এই বে, হরি বে ! সব ভাল ত ?

হরি । (দাশকর্ষো) একি আপনার কাপড়ে রক্তের দাগ্ বে ! আর স্থানে স্থানে কান্দা মাখান ! কোথায় পড়ে ঠেড়ে গিহলেন না কি ?

সুরে । (দিবৎ হাশ্যপূর্বক) হ্যাঁ, একরকম পড়ে বাওয়াই বটে ! বিনোদ্ কেমন আছে ? আমার জন্ত কি বেশ চিন্তিত হয়েছিল ?

হরি । (দগত) ঐ মনটা কিছু ভার তার বোধ হচ্ছে—বেশ অযোগ্য পোনেছি, সেটে একবার কানিয়ে নিই, ঠাঁ করে সেগে যাবে এখন ।

মনে কোন অশুখ থাকিলে লোকে শীত্ৰ দন্ডটা প্রভাষ যায়। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, হয়েছিল বৈকি। পৰ্শ একবার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।— আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

সুরে। (স্বগত) কেবল পৰ্শ একবার আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, মাদ্র না? (প্রকাশ্যে) ছিলেন এক জারগায়। বিরাজ কেমন আছে, জান?

হরি। ভাল আছেন। তিনি আপনার জন্ত একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুবেলা আমাদের বাড়িতে, আপনার কোন সংবাদ পাওয়া গেল কি না, জানতে পাঠাতেন। তা আগে বাড়ি যাবেন, না, আমাদের এই খানেই আসবেন?

সুরে। না, আগে বাড়ি যাব।

হরি। বিনোদকে আপনার আসার সংবাদ দিই গে। শুনে কত খুসি হবে এখন! (স্বগত) চৌপ্ ধরেছে বোধ হচ্ছে, এখন গিল্লে হয়। (প্রকাশ্যে) আপনার কি কিছু অশুখ হয়েছে?

সুরে। হঁ, হয়েছে। তুমি এখন যাও।

[হরিপ্রিয়ের প্রস্থান।

মনটা বড় অস্থির হয়েছে।—প্রভাষিত হবার জন্তই কি জমেছি, না হরি মিথ্যা কথা বলছে?—না, না, এখন কখন হবে না। বিনোদের সরল ও পবিত্র প্রণয়কে অবিশ্বাস করলে পাশ হবে। বিনোদ আমারই—শতবার, সহস্রবার আমার। আর কারও নয়। প্রাণ থাকতে আর কারও হতে দেব না।

[প্রস্থান।

বিনোদের সহিত হরিপ্রিয়ের পুনঃপ্রবেশ।

হরি। (স্বগত) এটাকে সোজা করি কি করে?—একে আর এক ক্রম করে নোকাতে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ, বিনোদ, সুরেন্দ্রাবুর আজ্ঞা অশুখ হয়েছে। তাঁকে বেশি বকিও না।

বিনো। (অধোবদনে, মৃদুস্বরে) তাঁর অশুখ হয়েছে শুনেই ত অস্থির। কি অশুখ হয়েছে, দাদা, জান?

হরি। তা ঠিক বলতে পারি নে। কিন্তু তুমি যদি অধিক কথা তও

কাজেই তাঁকেও কইতে হবে, কিন্তু তাঁর ভাতে তারি কই হবে । যাবে, আর দুট কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে আসবে, বস্ ।

বিনো । আমি দিদির কাছে চুপ্ করে বসে থাকুব ।

হরি । না, না, না, তা কর না । (সহাস্তে) তোমাকে তিনি যে ভাল বাসেন্, তুমি কাছে থাকলে তিনি কথা না করে থাকতে পারবেন্ না । তাঁর ভাল চাও ত, যাবে আর চলে আসবে ।

বিনো । তিনি তাতে কিছু মনে করবেন্ না ত ?

হরি । এমন পাগল দেখি নি ! তাঁর ব্যারাম, তিনি আবার মনে করবেন্ কি ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

ভগ্নী—ম্যাক্রেগেলের বাগী ।

কতকগুলি বন্দী বাগীর জীর্ণসংস্কারে নিযুক্ত ।

১ম বন্দী । ম্যাক্রিষ্ঠের্ বেটার বাড়ি আর দারা হয় না । যোজ্ মতুন করমাজ্ । কেবল ভাঙ্গ আর গড় । যাইনে ত আর নিতে হয় না, সরকারী কাজের নাম করে আমাদের খুব খাটিয়ে নিচ্ছে । কিন্তু নিত্য ত আর এ মারপিট, তাই, সহ্য হয় না ।

২য় ব । আস্তে আস্তে বন্ । কোন্ বেটা শুন্তে পেরে, গিয়ে লাগিয়ে দেবে, আর পিঠের চামড়া থাকবেনা ।

১ম ব । অরে লাগাতে যাবে কে ? সকলেরই যে এক দশা ।

৩য় ব । আঁরে ভাই, যদি পুর খেতে পাই, তা হলেও না হয়, চক্ কান্ বুজ্ মার খাই । তা তাই বা পাই কই ? পোন কুনকে চেঙ্গের ভাত্ আর হু হাতা মসুর ভাত্, এইতে কি চরিশ দণ্ডা চলে ? সরকার বাহা-
বরের যা দেবার হকুম আছে, শুনেছি, তা দেয় না কেন ?

২য় ব। সে শুড়ে বালি। কেঁকা শালা তার তিন ভাগ চুরি করে।

৪র্থ ব। (সক্রোধে) ধারে বেধে দে তোদের ও সব কথা। মাজি-
ফ্ট বোটর হাত থেকে মাগু স্বনের ধর্ম রক্ষার উপায় কি বল দেখি?

১ম ব। ধর্মই ধর্ম রক্ষা করবেন, আমরা আর কি করব বল।
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

৪র্থ ব। তোরা যদি বুকে সাহস বাঁধতে পারিস, ত একবার
হাজারিবাগ জেলের গোছ করে তুলি—

এক জন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। চল, চল, সব ওদিকে চল।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান।

ম্যাক্রেওল ও কৃষ্ণনামের প্রবেশ।

ম্য। বল কি, সভা না কি?

কৃ। হ্যাঁ, ধর্মাবতার, আমি কি আর আপনাকে মিছে কথা বলছি?
হাক গোরাল বলে, যে সে স্বয়ং আপনাকে গুলি করতে দেখেছে,
আর সেই বেটাই, আপনি চলে গেলে, স্বপ্নবাবুর মুখে হাতে জল
দিয়ে তাঁকে বাঁচায়।

ম্য। কিন্তু আমি কখন গুলি করি মাই, বুঝিরাহ?

কৃ। আপনার দয়ার শরীর, প্রভু, আপনি কি কখন এমন কাজ
করতে পারেন?—কিন্তু হাক বেটার মুখ বন্ধ করা তারি প্রয়োজন,
কথাটা রটতে নেওয়া কিছু নয়।

ম্য। সভা কথা বলিরাহ। (চিন্তাপূর্বক) ইংরাজসিংহ দীর্ঘজীবী
হউক! আমরা চিরকালই স্থগিত দেশীয়দিগকে পদতলে দলিত করিতে
পারিব। অতি সুপায় ইংরাজে, কৃষ্ণদাস।

কৃ। ইংরাজসিংহ দীর্ঘজীবী হউক! দেশীয়েরা চিরকালই আপনা-
দের দাসাভুগত দাস থাকবে। কি উপায় ঠিক করেছেন, প্রভু?

ম্য। ফীকেন্দ্র সাহেবের হতন বিধি আমাদের ঠিক ঠায়পরায়ণ
বিচারকদিগের হস্তে লৌহদ্বারস্বত্বপ ইংরাজে। হোঃ, হোঃ, হোঃ।

তুমি ঐ গোয়ালার নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ কর । সে তোমাকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া পাণিষিত্তিত, কদম্বা দুগ্ধ বিক্রয় করিয়াছে । বুঝিয়াছ ত ?

ক। এর জন্ত পরে কোন গোলযোগ হবার সম্ভাবনা নেই ত ?

মা। কিছুমাত্র না । তিন মাস কাল পর্যন্ত কারাবাসের আজ্ঞার উপর অস্ত্র কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই । আমার বিচারই চূড়ান্ত । সাক্ষীরা কি বলিল না বলিল, তাহাও কিছু লিখিয়া রাখিতে হইবে না । হোঃ, হোঃ, হোঃ । ইহা অতি সুন্দর বিধি, না ?

ক। এই প্রকার বিধি না থাকিলে আপনাদের কর্তৃত্ব বজায় থাকিলে কেন, ধর্মাবতার ? অতি সুনিয়ম, প্রভু । এই রকম বিধি সৃষ্টি করবার জন্তই ত গবর্ণমেন্টে অত টাকা বেতন দিবে এক জন বড় সাহেব রেখেছেন ।

একজন বন্দী ও একটা স্ত্রীলোককে লইয়া দুই

জন প্রহরীর প্রবেশ ।

১ম প্রহরী । ধর্মাবতার, এই বেটা নেই ডাকসাইটে চোর, পরাণে । অনেক কষ্টে আজ ধরা পড়েছে ।

মা । ও স্ত্রীলোকটা কে ?

২য় প্র । আজ্ঞে ওর স্ত্রী । ওর কাছে বামান পাওয়া গেছে বলে, ওকে শুদ্ধ নিরে এসেছি ।

মা । (স্ত্রীলোকটির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক) উত্তম করিয়াছ । উহার নিকট হইতে উহার স্বামীর সকল কথা সহজে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে । (২য় প্রহরীর প্রতি) তুমি উহাকে ঐ ঘরে লইয়া যাও, উহাকে আশি কতক গুলি প্রদান করিব ।

বন্দী । (উদ্বিগ্নচিত্তে) বা জিজ্ঞেস করিতে হয়, এইখানে ককন্, স্বতন্ত্র ঘরে নিরে যাবার সন্ধান কি ?

১ম প্র । চুপ্ করে থাক, বেটা চোর । (বন্দীকে প্রহার ।)

মা । (স্ত্রীলোকটির প্রতি) তুমি আইস না, তোমার কোন ভয় নাই ।

বী । (ভয় ও ক্রন্দনের সহিত) ওমা, আমাকে কোথায় ঘরে নিরে যায় গো ? আমি একলা যাব না ।

ম্যা ! আইস, আইস, কনি ভয় নাই ।

(বলপূর্বক স্ত্রীলোকটিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া প্রস্থান ।

বন্দী । আমার বড় ভয় হচ্ছে, সাহেব আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করবে । আমি চকের সূত্রে এ দেখতে পারি নে । (হঠাৎ প্রহরীদিগের হস্ত হাড়াইয়া মাকেওন্ সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন ।)

ক । আরে বড় ধর্ম—

[সকলের নিষ্কমণ ।

চতুর্থ গভাক ।

বংশবান্ধ—সুরেন্দ্রের বাটী ।

বিরাজমোহিনী ও সুরেন্দ্র আমীন ।

বিরাজ । (স্বয়ং ভয়ভূতচিত্তে)—দাদা, প্রতিহিংসা করা কি ভাল ?

সুরে । এত ঠিক প্রতিহিংসা হচ্ছে না, বিরাজ,—এ হুকের নমন ।

বিরাজ । যখন বিচারালয় রয়েছে, তখন সে তার কি আমাদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত ?

সুরে । বিচারালয় যে বেকেও নেই ?—আত্মসমর্পণ করতে আত্ম-দের সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং করাও একটা প্রধান কর্তব্য কথ্য । আত্মরক্ষা প্রকৃতির প্রথম অনুশাসন । কিন্তু নভাতাবিস্তারের সহিত সমাজের সর্বজনীন মঙ্গলের জ্ঞানই সেই স্বয়ং ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে স্তম্ভ হয় । তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধিত্বশূন্যে অভিযুক্ত হয়ে, সত্য বিচার করবেন এই শপথপূর্বক, সেই ওকতর কর্তব্যের তার নিজস্বত্ব গ্রহণ করেন । কিন্তু তাঁহারাই যখন সত্যাসত্য, উৎপাদক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠেন, যখন ধর্মাসনসকল পক্ষপাতদোষভূত হয়, যখন ওকতবর্ণের তারতম্য অনুসারে বিচার-তলের ও তারতম্য হতে ভাঙে করে, যখন অজাতশত্রু, ইঞ্জিয়হীন, নষ্ট, নষ্ট, বিদেশীর বাসকনের উপর সহস্র সহস্র লোকেদের হস্ত, ও

মান রক্ষা বা নষ্ট করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিকিষ্ট হয়,—তখন আমাদের সেই আদিম স্বয়ং আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্তন করে, তখন উপেক্ষা করে থাকে মুখতা, ভীকতা, অমানুষতার কার্য,—তখন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যাবার্তা আছে ।

বিরা । দাদা, সকল বিচারকই কিছু পক্ষপাতী নন, আর কোন অন্তায়, কোন অত্যাচারই চিরস্থায়ী হয় না । রাত্রির পর দিন হয়ই হয় । প্রতিশোধের চেঁচা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভাল নয়, দাদা ?

সুরে । সহিষ্ণুতা ! সহিষ্ণুতা !!—আর আমার সম্মুখে সহিষ্ণুতার নাম কর না, বিরাজ ! কথাটা শুনলে, আমার সর্সাদ জ্বলে উঠে । (দন্তের উপর দন্ত স্থাপনপূর্বক) সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা করে ভারতের কি অভূতপূর্ব ঐক্য হইয়াছে, দেখতে পাচ্ছ ত !

বিরা । (স্বগত) আর না । আমি জ্বলিত ওঁর সঙ্গে তর্কে পারব কেন ? (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক) এই যে রাগের ঔষধ আসছে ! বিনোদের মুখ দেখলেই দাদার সব রাগ পড়ে যাবে এখন ! (প্রকাশ্যে) দাদা, দাদা, বিনোদ আসছে !

সুরে । কে বিনোদ আসছে,—হঁ ।

বিরা । (স্বগত) “কে বিনোদ আসছে—হঁ,” এইতেই হয়ে গেল ! দাদার আজ হইবে কি ?

সুরে । (স্বগত) আমি একটু গম্ভীর হয়ে থাকি,—দেখি, বিনোদ এসে কি করে, তা হলেই ওঁর মনের ভাব বোকা যাবে এখন । আর হরি সঙ্গে আছে,—সেও দেখুক, বিনোদ আমাকে কত ভাল বাসে । (পার্শ্ব পরিবর্তনপূর্বক শয়ন ।)

বিনোদিনী ও হরিপ্রিয়ের প্রবেশ ।

হরি । (জনান্তিকে বিনোদের প্রতি) দেখলে ত, তোমাকে আস্তে দেখেও পাশ্চাত্যে শুলেন । ওঁর এমন অসুখ যে তোমাকে এত ভাল বাসেন, কিন্তু তোমাকেও ওঁর আজ ভাল লাগছে না ! সাবধান, ওঁকে বেশি বকিও না ।

[প্রস্থান ।

বিরা। (বিনোদের নিকট আগমনপূর্বক ও দুই হস্ত দ্বারা তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া) এন, বন্, এন ।

বিনো। (মৃদুস্বরে) উনি অমন করে রয়েছেন্ কেন ? ওঁর কি কিছু অসুখ করেছে ?

বিরা। কৈ—না—হ্যা—না—এমন কিছু নয় ।

বিনো। (ঈষৎ হাস্যপূর্বক) “কৈ—না—হ্যা—না—এমন কিছু নয়,” এতে আমি কি বুঝব, এবং মানে কি ?

বিরা। (সহাস্ত্রে) ওহু মানে কি, ওঁকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না ? উনি ত আর তোমার ভাসুর নন্ ।

বিনো। নিদ্রির কেবল ঠাট্টাই আছে। (কিঞ্চিদপ্রসন্নপূর্বক, সুরেন্দ্রের প্রতি মৃদুস্বরে) আপনি কেমন আছেন ?

সুরে। (গম্ভীরস্বরে) অমনি এক রকম ।

বিনো। (অশ্রুমুহুরিত, স্বগত) একবার আমার মুখের বাগে মুখ কিরিয়ে চাইলেন না । আমার কান্না আসছে ।

সুরে। (স্বগত) চুপ্ করে রইল দেখি ? (নির্বিন্দিত্বের সহিত) তবে কি হরির কথা সত্য ?—না, না, এমন কখন হবে না, মনে হলে বুক কেটে দাও !—বিনোদ আমারই ।

বিরা। (স্বগত) সাহেবের সঙ্গে দারাদারি হয়ে অবধি দাদার মন এমন খারাপ হয়ে গেছে, যে বিনোদের সঙ্গে পর্যন্ত একবার মুখ তুলে কথা কইলেন না । বিনোদ হয়ত মনে মনে কত দুঃখ করছে । থাকে আন্তরিক ভাল বাসা দাও, তার একটু অসুস্থ দেখলে মন একেবারে পুড়ে যায় ।

বিনো। (চক্ষু মুহুরিত, অতি নম্রস্বরে) তবে আমি কি এখন যাব ?

সুরে। (সতিশয় ব্যথিতাঃস্বকরণে—স্বগত) এখনই যেতে চায় ! তবে কি হরির কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় ?—বিনোদ আমাকে নিশ্চয়ই ভাল বাসে । আমি কোন্ প্রাণে এমন প্রণয়ের স্বপ্ন পরিভ্রাণ করে উঠব ? শেষে কি মরীচিকামাত্র হল ? (প্রকাশ্যে) যা—বে যা—ও ।

বিনো। (সজলনয়নে, বিরাগের প্রতি) তবে, দিদি, আমি এখন আসি ।

বির।। (বিনোদের হস্তধারণপূর্বক) হ্যা, এখনি যাবে বৈ কি, তোমাকে যেতে দিচ্ছি এই যে !

সুরে। (বিরাজের প্রতি) আমি একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বিনো। দিদি, আমাকে কিছু বল না। (বিরাজের স্বক্বেপরি নিজ-মস্তক স্থাপনপূর্বক নীরবে রোদন।)

বির।। (বিনোদের চক্ষু মুহাইয়া দিয়া) হি, বন, তুমি বড় পাগল। তোমার রকম দেখে হাঁসিও পায়, কান্নাও পায়। সেই যে বৈষ্ণবী সে দিন গাচ্ছিল—

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কে বোঝে রমণীমন, তার প্রণয় কেমন।

অপরূপ রূপ হেরি, হই বিস্মিত বদন ॥

হাঁসিমুখে স্বর্গবাস, না দেখিলে সর্বনাশ,

ক্ষণে রোদ্র, ক্ষণে মেঘ, কিবা বিধির দৃজন।

এমন প্রণয় করে, কেন মরমেতে মরে,

হৃদয়ের ধন অহে, করে নারী বিসজ্জন।

বলি আমি শুন তাই, প্রণয়েতে কাজ নাই,

প্রণয়ের মুখে ছাই, হরি হরি বল মন ॥

বিনো। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) আচ্ছা, দিদি, দেখা যাবে, তোমারও এক দিন আছে। পরের বেলা চাট্টা করা নহজ্ব।

বির।। আমি কিছু বেগ করব না, তার কথাও নয়। শুভে কি সুখ আছে, কেবল স্বাভাৱন হসে মতে হয় বৈ ত নয় !

বিনো। (বিরাজের গাল টিপিয়া) ঈস্, তাইত গা, চাকুকা আমার ডিরকুমারী থাকেন !

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাক্ষ ।

বংশবাটী—রাজচন্দ্র বঙ্গুর বাটী ।

হরিপ্রিয় ও রাজচন্দ্রের প্রবেশ ।

রাজ : বনুছ, ভাই, বটে, কিন্তু শেষে ভাল করতে গিয়ে মন্দ হবে না ত ? সুরেন্ বরি উল্টে রাগ করে বসে ? যদি বলে নাহি করেদা ? কি জানি, ভাই, আত্মকালের ছেলে, ইংরিজি ধাত !

হরি , আদি আপনাকে আর কতবার করে বোকাব ? অমনি করে না তর দেখানে উনি এখনও হয়ত আরও দুবৎসর বে করতে দেবি করবেন । তা হলে আপনার জাতকুল থাকে কোথায় ? একেই ত সব পাত্রের শত্রুরা কত কি বনুছে । এমন কি মধ্যে একবার আপনাকে একঘরে করবার কথাও উঠেছিল ।

রাজ : যা—ja—ja—ja, বটে, বটে, কি সর্বনাশ ! তবে ত বিবাহটা অনতিবিলম্বেই দিতে হচ্ছে ! তুমি যে ভরপ্রদর্শনের উপার বনুছ, সে উপার অবলম্বন না করলে যদি কার্যসিদ্ধি না হয়, তা হলে স্নতরাং আমাকে তাই করতে হবে ।—আচ্ছা, এতে বিবু ত আমার উপর রাগ করবে না ?

হরি । (দাহ্যস্ত) বলে পাগুলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা ! ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ে—একেবারে আগুন—সে আবার বে করতে চাইবে না ? সে যদি আগু পায় ত কাল চায় না ।—আর এতে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? উদ্বেগ সং হলে, তৎসিদ্ধির নিমিত্ত অবলম্বনীর মার্গও সং বলে ধর্তব্য ।

রাজ । তবে সুরেন্কে একবার ডাকিয়ে পাঠাও ।

হরি । (আজ্ঞাদে) বে আজ্ঞা ।

[প্রস্থান ।

রাজ : (চিন্তিতভাবে) বড় মনঃপুত হচ্ছে না । কিন্তু জাতকুল ত রাখা চাই ? শত্রুর আছে, স্বকাঙ্ক্ষমুগ্ধরও প্রাজ্ঞঃ—

হরিপ্রিয়ের সহরে পুনঃপ্রবেশ ।

হরি । (দেখতে দেখতে) আগু হেন । দেখবেন, যেন আপনি তেঁলে তপনবেন না ।

সুরেন্দ্রের প্রবেশ ।

রাজ। এস, দাদা, এস,—বস । ভাষ, আহুত ? ক'দিন দেখতে পাইনে কেন ?—তোমার সঙ্গে একটা গুৰুতর কথা আছে, দাদা ।

সুরে । (বিনীতভাবে) কি কথা বলুন না ।

রাজ । বলি, দাদা, আমার পৌত্রীর ত বয়স হয়েছে, আর ত আমি তাকে রাখতে পারি নে । পাড়ার সোকে সব ক'ত কি ক'না ক'ছে ।

হরি । (জনান্তিকে, রাজসুন্দর প্রতি) হঁ, হঁ, বেশ হচ্ছে, বলে যান ।

রাজ । তুমি, দাদা, মনের কথা ভেঙ্গে বল । যদি বিনোদকে দ্বার্য্য বিবাহ করতে স্বীকার থাক ত বল, আর যদি না থাক, তাও বল । তোমাকে মেয়ে নেওয়া, দাদা, শুধু তুমি ছেলে তাল মনে বই ত নয় ? তোমার চেয়ে ধনী অনেক আছে ।

হরি । (জনান্তিকে) বেশ হচ্ছে, বলে যান, যান দান ।

রাজ । কত রাজা রাজ্জার বাড়ি থেকে পৰ্য্যন্ত সবক'ছ জান্ছে । সে সব কেবল তোমার আশাতেই এত দিন ছেতে দিইছি, কিন্তু শেষকালে কি আমরা সকল কিছু হারিয়ে ফাঁকরে পড়ব ?

হরি । (স্বগত) সুরেনের মুখটা অমন ভারি, গোঁ, হয়ে এসেছে ! আমার নাচ পাচ্ছে ! দোকের যেমন খিনে পার, অন্যের তেমনি বেশি আক্লাদ হলে নাচ পায় ! কেউ এখানে না থাকলে আমি একবার নেচে নিতেম্ !

সুরে । (গম্ভীরভাবে) আপনার পৌত্রীর এবিষয়ে ব'তটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি ?

রাজ । কোন্ বিষয়ে মত কি ?

সুরে । এই সস্ত্র কারও সঙ্গে বিবাহের বিষয়ে ?

রাজ । সে মেয়েহেলে, তার আবার একটা মতামত কি ? আমি যা করব তাই হবে ।

সুরে । তবু, একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি ?

হরি । (জনান্তিকে) বলুন না, হ্যাঁ তার মত আছে । এঁটে বয়েই উনি এখন যে করতে স্বীকার করেন । বলে ফেলুন, তর কি ?

রাজ। তার ত মত আছেই, অনেক দিন অবধিই আছে। কত রাজার—(ব্রহ্মভাবে) ও কি, দাদা, উঠলে যে, যাও কোবার, কর কি?

সুরে। আজ্ঞা, ঐ কথাটা শোনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে-
ছিলেম্। মহাশয়, আমি আপনার পৌত্রীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোন
রাজার বাড়ীতে তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করবেন। দাদা বিদায় হল।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রাজ। অ দাদা, যেওনা,—অ দাদা, যেওনা, একটা কথা শুনে যাও।

সুরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান ও শীঘ্র পুনঃপ্রবেশ।

রাজ। তোর পরামর্শেই ত এইটে ঘটল? বা ভেবেছিলেন, তাই
হল? সুরেন্ রাগ করে চলে গেল? এ যে মহাবিপদে পড়লেম্ গা!
বিন আমায় যে সুনামে সৈন্য যবন এখন, তার কি করি,—রা—না,
কি করি?

হরি। আপনি এত উবিষ্ট হচ্ছেন কেন? স্থির হন। সুরেন্ না
আসে তখন ত?

রাজ। সুরেন্কে তুই না কিরিরে আনতে পারলে, আমি মাথা
ধুঁড়ে মরব।

হরি। আজ্ঞা, একটা কথা বলি, যদি সুরেন নাই আসে, তা হলে
কি আর আপনার পৌত্রীর বিবাহ একেবারে আটকে থাকবে?

রাজ। আমি গলার দড়ি নিয়ে মরব না কি গা? যতক্ষণ না সুরেন্
ফিরে আসবে,—ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করব না।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

হরি। মারদ! মারদ! কি মজাটাই লাগিয়ে দিয়েছি! এক এক
জনের কাছে এক এক রকম কথা। বার কাছে যেটা যাতে! এখন
কোপ, তেমনি কোপ। কেবল ঐ ছুঁড়িটের কিছু করতে পারলেম্ না।
একেবারে বরফাটুনি!—এই যে নাম না করতে কষ্টে এ।
উপস্থিত।

বিনোদিনীর প্রবেশ ।

তোমাকে আমি সে দিন বল্লেম্, সুরেন্ বাবুর আর তোমার উপর
নাগেঁকার মত মন নেই, তুমি মোটেই বিশ্বাস করলে না, কিন্তু আজ
একেবারে তিনি কর্তার কাছে স্পষ্ট জবাব দিয়ে গেছেন ।

বিনো । কেন, কেন, কি হয়েছে, তিনি কি বলেছেন ।

হরি । কর্তা আজ তাঁকে ডাকিয়ে বেশ মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে বললেন,
“দাদা, বিনোদের বরম্ হতে চল, তাকে বিবাহ করতে আর বিলম্ব
করছ কেন ? আমি বুদ্ধ হয়েছি, কবে আছি, কবে নেই, সমস্ত তোমা-
দের বিবাহ হোক, দেখে সুখী হয়ে মরি” । তা বাবু একেবারে তেরিগা
হয়ে উঠে উত্তর করলেন কি না, “মহাশয়, আমি আপনার পৌত্রীর
সম্পূর্ণ অবোগ্যা, আপনি আর কোথাও তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির
ককন,” অর্থাৎ বুঝেছ, তুমি তাঁর সম্পূর্ণ অবোগ্যা, তোমাকে তিনি বে
কতে চান না । বলেই, বাবু একেবারে হন্ হন্ করে চল গেলেন ।
কর্তা কত ডাকলেন, কত মিনতি করলেন, বাবু তাতে ক্রক্ষেপও করলেন
না । একেবারে সটান্ চলে গেলেন । (স্বগত) চক্ হল হল করে এয়েছে ।

বিনো । (অশ্রুত্যাগ পূর্বক, অধোবদনে, অর্কোক্তিতে) আমি তাঁর
অনুপস্থিত তার আর সম্বন্ধ কি, কিন্তু তা বলে যে তিনি অস্ত্র কোথাও
আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে বলেছেন, এ তাঁর নিজের মুখে না
শুনলে আমার বিশ্বাস হয় না ।

হরি । (ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া) আমি তবে মিথ্যা কথা
বলছি, না ? তুমি তোমার ভাল বাসা নিয়ে ধুয়ে ধাও গে । কলিকা-
লের ছুঁড়ি ওল সব কেমন এক এক রকম । ভাল আপন ।

[বেগে প্রস্থান ।

বিনো । (অশ্রু মুহিতে মুহিতে) দাদা, আমার উপর রাগ করনা দাদা ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।



ভ্যালির সাধারণ উদ্যান ।

সুরেন্দ্রের প্রবেশ ।

সুরে । এখনও গাড়ি ছাড়বার প্রায় দু ঘণ্টা বিনয় আছে, ততক্ষণ এইখানে একটু বেড়াই ।—নাঃ, বদি । (উপবেশন) কলিকাতার গিয়ে একটা বাতী ঠিক করে এসেই বিরাজকে এখন হেঁতে নিয়ে যাব । দুই ভাই ভগ্নীতে সেইখানে থাকুব । বিরাজ ত আর কখন আমার পর হবে না ? ভগ্নীয়েই নিশ্চয় ও পরিবর্তবর্জিত । কলিকাতার সাহিত্য আর বিজ্ঞানচর্চাতেই দিনাতিপাত করব । কথায় বলে—বড় মহর, বড় বন । দেখানে আমার চিত্তচাক্ষুর কোন কারণ থাকবে না । (চিন্তাভি-ভূতভাবে অবস্থিতি ।)

একদল ইংরাজী বাদ্যকরের প্রবেশ, বাদন ও প্রস্থান ।

কৃষ্ণদাস ও (কম্বাহস্তে) ম্যাক্রেওলের প্রবেশ ।

ম্যা । এমন চমৎকার উদ্যান, এমন সুমধুর বাদন, বেনীয়ারাজাদিগের অধীনে থাকিলে তোমরা কখন ভোগ করিতে পারিতে ?

কৃ । না, ধর্ম্মাবতার ! এ সমস্তই আপনাদের সুশাসনের ফল । কাকে উদ্যান বলে, কিসে কিসে সঙ্গীত হয়, হিন্দুর তার কিছুই জানে ও না,—হিন্দুদিগের ও না ।

ম্যা । (সুরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক) তে ও ব্যক্তি কিম্বা আছে ? আমাকে দেখিয়া সেলানু করা দূরে থাকুক, একবার ইটখাড়াইল না পর্য্যন্ত ?—এ সকল সাধারণ উদ্যান ধর্ম্মসভা বাদ্যসি-নিগের প্রবেশনিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব নিষিদ্ধ হওয়া প্রতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ।—মামি এক বৎসর মিসা আসিতেছি,

উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্ঠাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না। (সুরেন্দ্রের নিকটে আগমনপূর্বক, তাঁহাকে উপানতের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ব্যঙ্গের স্বরে) আপনি কে গো মহাশয়? (সুরেন্দ্রের মুখোত্তোলন।) কে, সুরেন্দ্রনাথ! তুমি সে দিবস শমনালয়ে গমন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলে কেন? অতি গর্হিত কর্ম হইরাছে। (সুরেন্দ্রের মুখে কষাঘাত।)

সুরে। প্রভুলিত বহিতে হুতাভতি! আমি ফিরে এলেম্, তোমাকে সেইখানে পার্শ্বরে দেব বলে। (ম্যাক্রেণ্ডেলের হস্ত হইতে বলপূর্বক কবালিইয়া, ও পদাঘাতে তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া) তোর সে দিনকার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার এই (এক কষাঘাত।)—

ক। চৌকিদার, চৌকিদার—

[প্রস্থান।

সুরে। আজ্ যে আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, তার পুরস্কার এই, এই (দুই কষাঘাত।)—আমাকে যে চাবুক দেবে, তার পুরস্কার এই, এই, এই (তিন কষাঘাত।)—আর স্বদের স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ—এই, এই, এই, এই (চারি কষাঘাত।)

[কষা দূরে প্রক্ষেপপূর্বক প্রস্থান।

ম্যা। (গাভ্রোখানপূর্বক) ইউশ্যান্ হাভ্ টু পে হেভলি কর্ দিস্, বর, ম্যাণ্ড্ দ্যাট্ এল্লার অ্যানদর্ সন্ মেট্‌স্।

কৃষ্ণদাসের পুনঃপ্রবেশ।

ক। কোন্ দিকে গেল সে বেটা, কোন্ দিকে গেল? ধর্মাবতার—

ম্যা। (সান্তিশর ক্রোধের সহিত) ধর্মাবতার, ধর্মাবতার—

[কৃষ্ণদাসকে প্রহার করিবার মানসে তাহার দিকে

ধাবন। কৃষ্ণদাসের পলায়ন ও তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ম্যাক্রেণ্ডেলের নিক্ষেপণ।

নেপথ্যে। (ক্রন্দনের স্বরে) ধর্মাবতার, আমার কোন দোষ নেই—

উঃ, হঃ, হঃ—ধর্মাবতার, উঃ, হঃ, হঃ—দোহাই, ধর্মাবতার, একে-
বারে নেবো ফেল্বেন না—ধর্মাবতার—ঃঃ, মাগো—

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভীর্ক ।

কলিকাতা—একটা তরলোকের বাগী ।

সুরেন্দ্র আসীন ।

সুরে । আমি কি কিছু অজ্ঞার করেছি ? বে নারী একবার এক
জন্মকে মনে মনে পতিত্ব বরণ করে, পুনরায় অস্ত্রপূর্বকাদনা করে, সে
যদি স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনী পনবাচ্য না হয়, তবে কে ? শুদ্ধ
স্বেচ্ছাচারিণী আর স্বেচ্ছাগামিনী ? কপটচারিণী,—নরঘাতকিনী,—পি-
শাচী—রাক্ষসী । “হিমাত্রিশিখর” ঠিক লিখেছ । (“হিমাত্রিশিখর”
হইতে পাঠ ।)

“মনাত্রাত বনকুমুম, কল্মষবহন প্রবরণবারি এবং প্রবণ কামি-
নীর হস্ত, জগতের অতি রমণীয় পদার্থ । কিন্তু সন্দেহ পরিভাপ, মনু-
ষ্যের চিরদুর্ভাগ্য,—যে বস্তু যত প্রার্থনীয় বা কামনীয়, সে বস্তু তত দুঃস্বাপা
ও দুর্লভ ।—বিনা প্রয়োজনে কোন প্রকার সামাজিক নীতি বা শাসনের
উদ্ভাবন হয় না । আর্ঘ্যসমাজমধ্যে অবরোধপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছিল
কেন ? ইহার কি কোন অন্তর্নিহিত, আভ্যন্তরীণ কারণ ছিল না ?
“রমণীগণ স্বহৃদয়সুখসাংযমনে অক্ষম” ইহাই কি তাহার অর্থ নহে,
এবং পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস কি ইহার সত্যতাবিশেষে সাক্ষ্য প্রদান
করিতেছে না ? চাণক্য একজন প্রগাঢ় স্বতন্ত্রবিশিষ্ট ও বদমর্শী পণ্ডিত
ছিলেন । তাঁহার উক্তি কি সম্পূর্ণ মিথ্যা ? কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা
এ উদ্ভাবনের বাল্য আমাদিগের দেই চিরন্তন-প্রচলিত অবরোধপ্রণালীর
মঙ্গলময় নকল । ইহাও এখন ও বিপাকস্থ হইয়া গড়িতেছে, এবং তাহার

হলাহলপূর্ণ কলও প্রতিবেগে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। আমাদিগের চিন্তা-
কুম পাঠকবর্গ বেধিবেন, যে পরিমাণে অবরোধ সংঘটিত হইবে, সেই পরিমাণে স্বেচ্ছাসিগ্গী ও স্বেচ্ছামাদিনীদিগের সংখ্যা দিন
দিন বর্দ্ধিতায়তন হইবে। এই বিস্তীর্ণ মহীতলে যদি সংশয়বর্জিত সত্য
থাকে, ইহা তাহাদিগের অতঃকাম।”

তার আর সন্দেহ আছে কিছু? এর বিঘ্নের ফল প্রতিমুহূর্তে, প্রতি
নিমেষে দৃষ্টিগোচর হইছে। বার্তা শুদ্ধ, তারাই দেখতে পায় না।—কি
আশ্চর্য্য, মুখে স্বর্গীয় সরলতা, অন্তরে জঘন্যতম কালকূট! যে স্ত্রী-
লোককে বিশ্বাস করে, সে কুপাইও নয়। বাতুলাশ্রমই তার উপযুক্ত
নিবাসস্থান। যা হোক, আমি যে এই কালনর্ণিণীর হস্ত হতে সময়ে
নিস্তার পেয়েছি, তজ্জন্ত ইচ্ছাকে অন্তরের দহিত ধৃত্বাদ দিই। এতে
আমি পরম সুখী হইতেছি।—কে বলে যে আশাকৃত প্রণয়লাভে বঞ্চিত
হলে, মনে নিরাকণ ব্যতনা উপস্থিত হয়? আমি ত বেশ আছি! পূর্বের
মত হাঁদুছি, খেঁদুছি, বেড়াছি! আমার ত কিছুই হয় নি! বরং
এখন স্বাধীনতার সুখভোগ করছি! ওটা কেবল নাটক আর উপভাস
লেখকদের অকপোলকপিত কথা। ওতে সত্যের রেখা পর্য্যন্ত নাই।
(সমুদ্রস্থ একবারি “পুকবিক্রম” হস্তে লইয়া) পুকবিক্রমের বুদ্ধিমান ও
বিক্রম লেখকও এই মিথ্যা প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন নি! যদি পুকের
স্তায় আমার মন প্রণয়কুজ্জ্বলিতকাস্থর হত, প্রণয়লাভে বিফল হইত
বলে যদি আমার হৃদয় ক্ষুণ্ণভিত্তি বালকের স্তায় রোদন করত, তা
হলে তাকে এই কাচপাত্রের স্তায় পদনিষ্পেষনে চূর্ণ কর্তেয। (একটা
কাচপাত্র হস্ত হইতে নিক্ষেপ ও পদতলে দলন।)—(উপবেশন।)

গৃহস্থামীর প্রবেশ।

গৃ। মহাশয়, বাড়ি একটা ত আপনাদের স্তায় ঠিক করা হল—একি
আপনার চপ্পল লে চায়ছে কেন? হাত দেবি। এই শুভপরিবর্তন সময়ে
ইচ্ছাৎ স্বর হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। (হস্তোত্তরে বাড়ী পরীক্ষা করিয়া)
ইং, তাই ত বাড়ি স্বর হইতে, দেখছি। আজ আপনি বাড়ী যাব
বলেছিলেন, কিন্তু তাত কোন মতেই হতে পারে না।

সুরে। (পীড়াক্রান্তস্বরে) মহাশয়, আমার জ্বর হয়নি, কি বন্দি হয়ে থাকে, সে অতি যৎনামাত্র। আমাকে আজ্জ বাড়ি যেতেই হবে, আমার ভয়ী একলা আছেন।

গৃ। আজ্জা, না—এ অবস্থায় আপনাকে কোন মতেই বাড়ি যেতে দিতে পারি নে। এখন একটু শুয়ে থাকবেন, চলুন।

[সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ।

বংশবাসী—রাজচন্দ্র বসুর বাসী।

একখানি পত্রহস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনো। (দ্যাক্ষনরনে) শেষে কি এই হল? স্বেচ্ছাচারিণী ও স্বেচ্ছাগামিনী! নিষ্ঠুর সুরেন্, তুমি কোন প্রাণে আমাকে এমন কথা বললে? (অশ্রুতাগ।) সুরেন্, তুমি ছাড়া আমি আর কারকেও জানি না, তুমিই আমার হৃদয়ের স্বর, আমার প্রণয়ের একমাত্র দেবতা—তোমার জন্য আমি আত্মীয়, বন্ধু, ধন, ঐশ্বর্য—সমস্ত জগৎ ত্যাগ করতে পারি, তুমি আমাকে এমন নির্দয় কথা বলবে? (অশ্রুতাগ।) সুরেন্, তোমাকে আমি এত ভাল বাসি, একবার তোমার মুখ দেখলে আমার অন্তঃকরণ আত্মাণ্ডে পরিপূর্ণ হয়, তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বললে? (অশ্রুবর্জন।) বলতে তোমার একটু দয়া হল না, সুরেন্? (অশ্রুবিসর্জন ও পত্রপাঠ।)

“তোমার আমার সম্পর্ক চিরজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল। দুঃখ নাই! দারাদুহ, হৃদয় পিতামহের অধীনে অবরোধগামন কাহাকে বলে, কখন শিক্ষা কর নাই। এরূপ স্থলে যে স্বেচ্ছাগামিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে, তাহার আর কতলা কি! (অশ্রুতাগ।)

(গীত)

রাগিণী বারোয়া, তাল চুংরি ।

হৃদয়শশী কোথা হে এখন ।

দেখে যাও, নাথ, যায় এ জীবন ॥

বিবাদ আগুন মনে, জ্বলিতেছে অনুক্ষেপে,

মনপ্রাণ সে আগুণে, হতেছে দহন ।

নাথ আশা নাহি আর, কেন বৃথা বহি ভার,

দুখের জীবন আজি, দিব বিসর্জন ॥

সুরেন্, আমি ইহজগতের জন্য বিদায় হই। (অন্তঃভাগ।) যদি থাকি ত, প্রাণনাথ, হৃদয়কান্দ, তোমারই যেন স্ত্রী হই। কিন্তু আবার যেন এমন মর্মভেদী কথা বল না। (অন্তঃভাগ) সুরেন্, আবার যেন দুঃখিনীকে পায়ে চেল না। (বিনোদ ও উদ্বন্ধনে প্রাণভাগের উপক্রম।)

নেপথ্যে হরি। বিনোদ, একবার দরজা খোল ত। (দ্বারে আঘাত।)

বিনো। (গাঢ়স্বরে) নানা, তুমি এখন যাও, একটু পরে এস।

নেপথ্যে হরি। ওকি, তুলি কান্দু নাকি? দরজা খোল, দরজা খোল। (দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত।—বিনোদের প্রাণভাগের চেষ্টা।) ওকি, চুপ্ করে রইলে যে, আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে, দরজা খোল না, বাঃ।

দ্বারে সবলে আঘাত ও দ্বার ভগ্ন করিয়া

হরি প্রিয়ের প্রবেশ।

হরি। ওমা, একি গো! সপ্ননাশ! (উদ্বন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছিঃ করিয়া ও বিনোদকে উপবিষ্ট করাইয়া)--তুমি করতে থাকিলে কি বন্! (স্বগত) যাঁা, এতদূর হবে তাত আমি জানি নে! আমি শুধু একটু মজা করব বলে করেছিলাম! (প্রকাশ্যে) আমার বড়টা দড়াস্ দড়াস্ করছে। একটু র জন্য এত করতে হয়, বন্! তুমি আমার গা ঝুঁকুছ! (বিনোদ ব্যঙ্গন কাণতে করিতে)

তুমি কর্তে যাচ্ছিলে কি, বিনোদ?—আমার মাথাটা ঘুরছে।—হি, হি, হি, এমন কাজও কর্তে আছে, বন?—আমার বুকের ভিতর কেমন করাছে!—(সভয়ে) ওমা, তুমি কথা কও না কেন? (উঠিয়া) আমি কর্তাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিনো। (মৃদুস্বরে) দাদা, আমি ভাল হয়েছি,—ঠাকুরদাদাকে কিছু বল না।

হরি। (চক্ষু মুছিয়া ও বিনোদের নিকট উপবেশনপূর্বক) তোমার গলা শুনে আমার বুকে প্রাণ এল। এমন কাজও করে, বন? (স্বগত) বাবা, এতদূর গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নে!

নেপথ্যে রাজ। অরে সর্কনাশ হয়েছে রে, সর্কনাশ হয়েছে!

বিনো ও হরি। কি? কি?

রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

রাজ। অরে সর্কনাশ হয়েছে রে, সর্কনাশ হয়েছে! এমন অত্যাচার কখন দেখি নে! সুরেনের ভদ্রীকে খানার লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।—

বিনো। (সরোদনে) ওমা, সে কি গো?

হরি। (সোদ্বোধে) কখন নিয়ে গেল, কেন নিয়ে গেল? বাড়ীতে সরোদান টরোদান ছিল না?

রাজ। এই নিয়ে গেল, নীলে এসে আমাকে সংবাদ দিলে। বিশ ত্রিশ জন চৌকিদার এসে বাড়ীর চার দিক ঘেরাও করেছিল—তিন জন নরোদানে কি করবে? বাড়ির ঢাকর বাতরেরাই বা কি করবে? এমন অত্যাচার কখন দেখি নে!

বিনো। (সরোদনে) দাদা, যাও, যাও, দেখ কি হল। ওমা, কি হবে!

হরি। আমি চল্লেম, আপনিও পেছনে পেছনে আসুন।

[বেগে প্রস্থান।

রাজ । আমি এখন যাচ্ছি ।

[প্রস্থান ।

বিনো । (ক্রন্দনের সহিত) ওমা, কি হবে গো ?

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গভাক্ষ ।

ভগলি—ম্যাক্সইন্সটের বিচারালয় ।

বিচারালয়ে ম্যাক্সেওল্ উপবিষ্ট ।

বিরাজমোহিনী, হরিপ্রিয়, রাজচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, হাক্ষ

গোয়াল, গ্রহরীগণ এবং অন্যান্য অনেক

লোক উপস্থিত ।

ক । (হাক্ষ গোয়ালকে নির্দেশ পূর্বক) এই গোয়াল ঝাঁট দুধ দেব বলে, ঝাঁট দুধের দান নিরে, আমাকে জলো দুধ বেচেছে । আর সেই দুধ খেয়ে, আমার ব্যতির ছেলে মেয়ে সকলের ব্যাবাস হয়েছে । আমি এ ব্যক্তির নামে প্রবঞ্চনার অভিযোগ করছি ।

ম্যা । আপনি স্বয়ং দুধ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন ?

খ । আমার এই চাকর গিছিল ।

ম্যা । (কৃষ্ণদাসের ভৃত্যের প্রতি) তুমি গিয়াছিলে ?

হু । (সেলান্ পূর্বক) হ্যাঁ, ধর্মাবতার ।

ম্যা । (হাক্ষ গোয়ালার প্রতি) ইহার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিতে পার ?

হাক্ষ । (কৃতজ্ঞলিপুটে) দোহাই ধর্মাবতার, আমি ঐকে কখন দুধই বেচি নি, তার আর জলো দুধ বেচব কি ? এই খাতার অনেক সবথেকে-রনের নান আছে, (খাতা খুলির) আপনি একবার অনুগ্রহ করে দুটো করে দেখুন ।

ক। আমাকে এক দিন খুজ্ব বেচেছিল।

হাক। (অর্দ্ধক্রন্দনের স্বরে) ধর্মাবতার, আপনি গরিবের বাপ মা, আপনি মারলে মারতে পারেন, রাখলে রাখতে পারেন। আমি ওঁর চাকরকে কোন দিন দুধ্ বেচি নি। ওকেই একটু কড়া করে জিজ্ঞেস করলে এখনি সব ধরা পড়ে যাবে এখন। দোহাই, ধর্মাবতার।

মা। কৃষ্ণদাস বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। উনি, ভূতোর সহিত বড়যন্ত্র করিরা, তোমার বিক্রে মিত্যা অভিযোগ উপস্থিত করিরাছেন, তাহা আমি কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি না! আর উঁহার তাহাতে কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।—প্রবঞ্চনা অতি ওকতর অপরাধ। যাও,—দশ বেত্রাঘাত ও দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস।

হাক। (ক্রন্দনের সহিত) দোহাই, ধর্মাবতার—

১ জন প্রহরী। আও, আও, গোল্ করো মৎ।

[হাককে লইয়া প্রস্থান।

ক। আমার আর এক অভিযোগ আছে। ছ মাস হল, আমার হাজার টাকার করে দুখানা নোট্ খোঁরা যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও এত দিন পাওয়া যায় নি। আজ কোন নিতৃত সূত্রে নংবান পেয়ে, হঠাৎ গিয়ে পড়ে, বাঁশবেড়ের সুরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে খানা-তল্লাশী করা হয়। বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে,—এই স্ত্রীলোকটার বিছানার চানরের নীচে সেই হারাগ নোট্ পাওয়া গেল। এই সেই নোট্ দুখানা। (মাক্রেণ্ডেলের হস্তে প্রদান।)

মা। উনি কে?

ক। শুন্ছি, সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী।

মা। সুরেন্দ্রবাবুর ভগ্নী! উনি চুরি করিরাছেন, এমন কখনই হইতে পারে না। উনি চুরি করিবেন্ কি প্রকারে? প্রয়োজনই বা কি?

ক। তা আমি জানি নে, কিন্তু ওর বিছানার চানরের নীচে নোট্ এল কোথেকে?

মা। হাঁ, তাহা আপনি বলিতে পারেন। (বিরাজমোহিনীর প্রতি) ও নোট্ আপনার শয্যার মধ্যে তে বাপিযাছিল, তাহা আপনি জ্ঞানেন?

বির। (শোক, লজ্জা ও ঘৃণার মৃতপ্রায় ভাবে, স্বগত) পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি,—আর সহিতে পারি নে।

হরি। উনি লজ্জার মরে যাচ্ছেন, তা আর প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি? এ কি সম্ভব যে উনি চুরি করেছেন!

ম্যা। তুমি কে?

হরি। ওঁদের প্রতিবাদী ও আত্মীয়।

রাজ। ধর্মাবতার, আমাকে এখানে সকলেই চেনে, আমি একটা নিবেদন করতে চাই। ইনি একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীর মেয়ে, এঁ হতে এমন কাজ কখনই হয় নি——

ম্যা। আমারও তাহাই বিশ্বাস।

রাজ। ধর্মাবতার, আপনার মত সার্বিক অতি অল্প আছে।—তা, আজ এ মকদ্দমার ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না, আজ এঁরাকে জামিন্ নিরে খান্ দিও। যত টাকার জামিন্ চান, আমি দেব।

ম্যা। আমি সান্ত্বিত হইতেছি, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলান্ না। অপছন্দ প্রবোধ সহিত ধৃত চৌরকে বিচারের পূর্বে নিরুত্তি দেওয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত—দণ্ডবিধি বিকল্প। রাজনীতি ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই নদান চক্ষুতে দৃষ্টি করে। শ্রমের তুলনায় এ উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ্ নাই। অতঃপাশ্বে ইহঁকে শানার থাকিতে হইবে। কল্যাণ বিচারান্তে, বাহা হয় হইবে।

[বিরাজমোহিনীর মুচ্ছিতা হইয়া পতন।

হরি। (উচ্চস্বরে) এমন অবিচার কখন দেখি নি! (বিরাজমোহিনীর মুচ্ছাপ্রদোষের চেষ্টা।)

ম্যা। (গম্ভীরভাবে) যুবক, বিচারালয়ের অবজ্ঞা হইতেছে, সাবধান। (বিরাজমোহিনীর মুচ্ছাভঙ্গ।)—(প্রহরীদিগের প্রতি) বিচারালয় পরিষ্কার কর।

[প্রহরীদিগের তাড়নাতে ম্যাক্রেওল ও কৃষ্ণদাস

ব্যতীত, অন্য সকলের প্রস্থান।

ক। (সমস্তের বহির্ভূত, কাজটা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভয়ে

আনার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে ! একে ত ওরা বড় মানুষ, তাতে আবার
স্বপ্নেবাবুর যে রোক !

ম্যা । (ঈর্ষ্য হাস্যপূর্ব্বক) তোমার কোন ভয় নাই । সন্ধ্যার পর
সেইখানে প্রেরণ করিও । কেহ যেন না দেখিতে পায় ।—কাম ও
প্রতিহিংসা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে । (রুক্মদাসের অতিশয়
কম্পন ।) কাপুরুষেরা কি অনুল্য সুন্দরীপ্রেমে বঞ্চিত !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গভীর্ষ ।

হুগলির দক্ষিণে, গঙ্গাতটোপরিস্থ একটী পুরাতন অট্টালিকা ।

একগৃহে বিরাজমোহিনী আসীনা ।

বিরাজ । (গভীর ও দ্বার সকল একে একে পরীক্ষা করিয়া, সবি-
শ্বাসে) সকল সহজ্ঞা জানালাই বাইরের দিক্ থেকে বন্ধ দেখছি । কি
করি ? (সরোদনে) জগদীশ্বর, আমার পরিত্রাণের কি কোন উপায়
হবে না ? প্রাণত্যাগ ভিন্ন কি এই রাক্ষসপুত্রী হতে মুক্তি পাবার অন্য
কোন পথ নেই ? এই বয়সে কি আমাকে মরতে হবে ? (অশ্রুত্যাগ ।)
—প্রাণত্যাগেরও ত কোন সহজ উপায় দেখছি নে, কি করি ?

ম্যাক্রেওলের প্রবেশ ।

ম্যা । হোঃ হোঃ, হোঃ । আমি লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত শুনি-
য়াছি । আর কি করিবে, সুন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর আসিবে !
হোঃ, হোঃ, হোঃ ।—আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন, সুন্দরী ?
আমি ব্যস্তও নহি, ভয়শূন্যও নহি,—তোমাকে ভক্ষণ করিব না । শুধু
তোমার প্রেম আশ্বাসন করিতে চাহি ।

বিরাজ । (ক্রন্দনের সহিত) আমাকে ক্ষমা করুন, ঈর্ষ্য-প্রসূত
ভয় দৃশ্যেণ ।

মা। হোঃ, হোঃ, হোঃ। সুন্দরী, প্রণয়ের অভিধানে কমা কথাস্তী নাই।—আর তোমার তাহাতে ক্ষতি কি, সুন্দরী? তুমি এখনও যেমন আছ, পরেও তেমনি থাকিবে। তবে কি জন্য আমাকে অনর্থক কষ্ট দাও, সুন্দরী?—আমি এ পর্যন্ত কখন নেমিলান্ না, যে কোন নেমিলার সুন্দরী সহজে তাহার প্রেম বিতরণ করিল। ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে কুসংস্কার কবে তোমাদিগের মধ্যে হইতে দূর হইবে?

বির। (স্বগত) জগদীশ্বর করেন, বেন এই “কুসংস্কার” আমাদের দেশে চিরবদ্ধনুল হয়ে থাকে।—মাগো, আমার গাটা কাঁপছে।

মা। কি চিন্তা করিতেছ, সুন্দরী? বাহা হইবেই হইবে, তাহার জন্য চিন্তা করিয়া মনকে কেন অনর্থক দগ্ধ কর, সুন্দরী?—সুন্দরী, ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে আর বাতনা দিও না।

বির। (অতিশয় উত্তেজিত সহিত, স্বগত) কি করি? কোন কৌশলে একটু সময় পেলেও যে রক্ষা পাই।

মা। সুন্দরী, আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখনও মিত্র কথার বলিতেছি, প্রণয়দানে সম্মত হও, তাহা না হইলে, তোমার অনিচ্ছা-নহেও—

বির। (চিন্তাপূর্বক, হঠাৎ) আচ্ছা, নেতুন এক কর্ম করব না তেন, তা হলে সকল দিক রক্ষা পায়? আপনি আমাকে বিবাহ করুন।

মা। হোঃ, হোঃ, হোঃ, উত্তম প্রস্তাব হইয়াছে, সুন্দরী! আমি দর্শাস্তঃকরণের সহিত ইহার অনুমোদন করিতেছি। আমাদিগের মধ্যে সাময়িক বিবাহ হউক।

বির। সে আবার কি?

মা। হোঃ, হোঃ, হোঃ, তুমি তাহা ভাব না, সুন্দরী? এই তোমাকে আমাকে, ব্যবস্জীবনের জন্য নাহ—বিশ্ব কোন একটা নিরুপিত সময়, এক বা দুই প্রত্নির জন্য, প্রীতিপূর্ণভাবে একত্র থাকিব। তাহার পর আমরা উভয়েই পুনর্বার স্বদেশে গমন, অর্থাৎ তুমি পুনরায় আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, আমিও পারিব। হোঃ, হোঃ, হোঃ, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ স্বীকার করি।—যদি মনঃপ্রমাণ।

বিজা। (স্বগত) আর একই সময় পেনে হয়, তা হলেই ঐ নরজা দিলে পালির যাই—আর কোন পথ না থাকে হাদ্ থেকে লাকিয়ে পড়ব। তাতে বাঁচি বাঁচব, না বাঁচি না বাঁচব। (প্রকাশ্যে) এক বা দুই ত্রাণি পরেই যদি আপনি আনাকে পরিচয় করেন, তা হলে আর আপনার আমাকে বিবাহ করা কৈ হল?

না। হোঃ, হোঃ, হোঃ। খ্রীষ্টের ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞান-সাহসে, নকল প্রকার নানোই নুলোচ্ছেন হইয়াছে। চিরবিবাহ-নামক নানোই কেন অবশিষ্ট থাকিবে?

বিজা। (হঠাৎ দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া) দেখে পিশাচ, বাঙ্গালির মোর কি করে মতীহ রক্ষা করে।

[পলায়ন।

না। বাই দি ড্রাগন—কাকিচিউরান জম্প্‌ই ডাউন্‌ ফুন্‌ দি ভরগা!

[বেগে প্রস্থান।

কিরবিলম্বে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিরাজমোহিনীকে
লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

বিজা। সাহেব্, আমাকে ছেড়ে দিন—আমি দাঁড়াতে পারছি নে, আমাকে ছেড়ে দিন। (কম্পন।)

না। (ক্লান্তভাবে) আমি ওসব কিছু শুনতে চাহি না। তুমি প্রস্তুত হও।

বিজা। সাহেব্, আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন। (রক্তজাগে কীণ হইয়া পতন ও নৃন্দা।)

না। আমি উহাতেও নিরস্ত হইবার নহি। (বিরাজমোহিনীর নিকটে গমন।)

নেপথ্যে। (উচ্চস্বরে) ধন্যবাদ, শ্রী জাম্বু! (অধিকতর উচ্চস্বরে) ধন্যবাদ, —

না। (বিরাজমোহিনীকে পরিচয় করিয়া) ডান্‌ দি ভেলো। তি হইয়াছে, কাকিচিউরান জম্প্‌ই ডাউন্‌ ফুন্‌ দি ভরগা! কেন?

নেপথ্যে । ধর্মাবতার, শীত্র আশ্রয়, জেলের কয়েদীরা সব ফেলে
উঠেছে । ধর্মাবতার, শীত্র আশ্রয়, সব খুন্ করে ফেলে ।

(বিরাজমোহিনীর সংজ্ঞানাত ॥)

মা । (বাস্তভাবে) সে কি ? আমি এখনি যাইতেছি । (বিরাজ-
মোহিনীর প্রতি) আমার প্রেমালিঙ্গন হইতে তুমি কোন মতেই নিস্তার
পাইবে না, আমি অতি শীত্রই ফিরিয়া আসিব । চল, তোমাকে এ
ঘরে রাখিয়া যাই ।

নেপথ্যে । ধর্মাবতার, শীত্র আশ্রয়, সব খুন্ করে ফেলে ।

মা । যাইতেছি, যাইতেছি ।

[বিরাজমোহিনীকে লইয়া প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তাক্ষ ।

হগলির কারাগার ।

বন্দিবিদ্রোহ ।

ব-গণ । ভাদ্, মার, কাট্ । এই দরজাটা ভাদ্ । (তুচ্ছবাদি
দ্বারা কবটিভদের প্রয়াস ॥)

১ জন ব । অরে, ওয়ে লোহার দরজা, ওকি তোরা দরজা
ভাদ্ তে পারবি, দেল ভাদ্ ।

দকলে । ভাদ্ দেল, ভাদ্ দেল । (ভিত্তিভঙ্গকরণের চেষ্টা ॥)

১ জন ব । এই ইংরেজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না । হয়
পারের শেকল হিঁড়, না হয় মর । আর এ শেকল টেনে নিয়ে
বেড়াতে পারি নে ।—যে যেখানে আছি, দাদা,—যে সেই কখন
এই পাঞ্জি ইংরেজের দড়া লাগি পেরেছিল—আর, সব, দৌড়ে পলায় ।
এ জেলের দেল ভাদ্, এ পিসিতি লোহার শেকল টেনে,

জনের কর্ম নয়। আর, তাই দান্য, সকলে, আর,—যে দেখেন
আহিন্, দৌড়ে আর। হিঁহ্ হন্, মুদলমান হন্—বান্ধালি হন্, খোঁড়া
হন্—ছেলে হন্, বুড় হন্—বার শরীরে একফোঁটা দেশী রক্ত আছে,—
আর, মব, দৌড়ে আর। সকলে না চেঁচী করলে, হবে না।

সকলে। ভাদ্, ভাদ্।

অস্ত্রহস্তে দুইজন কারারক্ষকের প্রবেশ ও বন্দী-

দিগকে আক্রমণ।

ব-গণ। নাহ্ বেটানের, কেটে হুঁকর টুকর করে কেন। দেশের
ধান নুন খেয়ে বেটার ইংরেজের হয়ে লড়ে? মাহ্, মাহ্, কাট্, কাট্।
(ভয়ানক সমাধাত ও রক্ষকহরের মূহূ।)

জনকরেক। (রক্ষকদিগের হৃদনেহে পানাদাত করিয়া) টানবুধে
আর কথা নহে না যে? ইংরেজের হয়ে আর লড়বি নে?

১ জন ব। আর, তোরা নতীর উপর আর খাঁড়ার যা দিন্
কেন? এ নিম্ন সময় বয়ে বার যে? দেল ভাদ্, দেল ভাদ্।

সকলে। ভাদ্ দেল, ভাদ্ দেল।

রিতলতর্ ও তরবারী হস্তে ম্যাক্রেগেলের প্রবেশ।

ব-গণ। নাহ্ বেটাকে, নাহ্ বেটাকে। (ম্যাক্রেগেলকে আক্রমণ।)

ম্য। এই কি গুনিগকে বুঝাইরা নিরস্ত করিতে চেঁচী করা, রুখা
সময় নষ্ট করা মাত্র। (বন্দীদিগের প্রতি গুলিকরণ, জনকরেকের মূহূ
ও অপর জন কারেকের পলায়ন।)

১ জন ব। আর, পালান্ কেন রে? এ বার বি ত আর হবার
মরতে হবে না? আর পালান্লেই বা রক্ষা পান্ কৈ? সকল দিকেই
যে আটক।—ও বেটার পিস্তলে দার কটা গুলিই বা আছে, এখনি
শেষ হবে। (বক্তা ও জন কারেক বন্দীর মূহূ।)

অপর ১ জন ব। আর বেটার গুলি শেষ হারছে।—এবার এক-
বার, তাইব, তা হলেই ছেল ভেঙ্গে পলাই। নাগে, নাগে, নাগে—

সকলে । নাগে, নাগে, নাগে । (ম্যাক্রেওয়েলকে আক্রমণ ।
তরবারি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎগমন ও হঠাৎ
পদস্থলন হইয়া পতন ।)

১ জন ব । (ম্যাক্রেওয়েলের তরবার কাড়িয়া লইয়া, তাহার
বক্ষোপরি উপবেশনপূর্বক, সকলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া—উন্নত-
ভাবে) সরে যা সব এখান থেকে । (তরবারি দেখাইয়া, দন্তঘর্ষণের
সহিত) যে এখানে আসবে, তাকে আস্ত রাখব না ।—আমার নাম
পরানে, আমার চখের স্বপ্নে এ বেটা আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করেছিল,
আমিই বেটাকে মারব, খবরদার কেউ কাছে আসিস্নে । (ম্যাক্রে-
ওয়েলের প্রতি) কেমন বে বেটা, আর একবার আমার স্ত্রীকে চাই নে ?
(তরবারাঘাত ও ম্যাক্রেওয়েলের বাতনার সহিত মৃত্যু ।) তোর রক্তে
চানু করব, তবে আমার রাগ নাবে । আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট কর-
বে ?—হিঃ, হিঃ, হিঃ । (জান শূন্যতবে অটহাস্য ।)

অগ্ন্যাগ্ন ব-গণ । (পরাগণেকে টাই ইয়া লইয়া) হয়েছে, হয়েছে, আর
না । এই বেলা পালাই চল ।—অরে, সকলে একবার নিজের নিজের
দেবতার নাম কর,—করে চল, এই নরক থেকে বেড়িয়ে পড়ি—[আম্না,
আম্না, দুর্গা, দুর্গা, (ইত্যাদি ।)]—অরে, কবে যে সব ইংরেজের জেল
এ দেশ থেকে উঠে যাবে !

[সকলের প্রস্থান ।

কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণদাস ও জন কয়েক ভূতের প্রবেশ ।

কৃ । (ভয়ানকিমগ্নতবে) অরে, বেঁচে আছি, না মরিছি রে ?—
অ শমু বাগ্দি, চুপ্‌করে গেলি কেন রে ?—

১ জন ভূ । মশাই, নড়াঙল সব এ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলি ।

কৃ । অরে, গর্ভদেউ আমার কান্না নেবে না কি রে ?—অরে
তোদের পায়ে পড়ি, বল না যে ।

[দুইজনজন লইয়া সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

পূর্বোন্নিষিত, গন্ধোপকূলস্থ, পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখদেশ ।

বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎকীড়া ও রুষ্টিপতন ।

একটী লোকের সহিত, পিস্তল ও “লণ্ঠন” হস্তে

হরিপ্রিয়ের প্রবেশ ।

লোক । (দকম্পে) মশাই, আর আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না, আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি একলা যান ।

অদৃষ্ট স্থান হইতে । হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ ।—(বিকট শব্দ)।

লোক । রাম, রাম, দুর্গা, দুর্গা । (পলায়নের চেষ্টা)।

হরি । (লোককে নিরস্ত করিয়া) আস্থা, সঙ্গে না যাও, নাই যাবে, কিন্তু তুমি ঠিক করে বল, সেই বরষ একটী জীলোককে তুমি এই স্থানে আনতে দেখেছ কি না ?

অদৃষ্ট স্থান (অগত) হইতে । হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ । (ইত্যাদি)।

লোক । (আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) ও বাবা, ও বাবা, গিহিগো, এবার পেছন দিক্ থেকে হচ্ছে । ছেড়ে দিন, মশাই, আপনার পায়ে পড়ি ।

হরি । আমার প্রশ্নের উত্তর দেও আগে ।

লোক । হ্যাঁ, মশাই, এই বাগে ধরে আনতে দেখেছি ।

অদৃষ্ট স্থান (অপরত) হইতে । হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ—হঁ ।

লোক । গিয়ছি বাবা, একেবারে গিয়ছি । ছেড়ে দিন, মশাই, তা না হলে ভয়ে মুখী যাব । (পুনর্জ্বার বিকট শব্দ ও হরিপ্রিয়কর্তৃক লোকের হস্তপরিচাণ)। রাম, রাম, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা । (দর্শনমীলিত-নেত্র পলায়নের চেষ্টা ও পতন । হরিপ্রিয়কর্তৃক হস্ত পরিচা উঠাইবার চেষ্টা । হরিপ্রিয়কে ভূতস্থানে ক্রমশঃ সহিত) দোহাই দোহাই, হুঁ, হুঁ,

দোহাই বাবা ভূত, আমি নিজের ইচ্ছেয় আসি নি, ঐ বেটা জোর করে টেনে নিয়ে এয়েছে, তুমি ঐ বেটার ঘাড়টা মটকে তান্ন। দোহাই বাবা ভূত, আমি এর কিছুই জানি নে ।

হরি । আমি ভূত নই। তুমি ওঠ, তোকে নৈলে রাস্তা নেখে চলে যাও ।
(অদৃষ্ট স্থান হইতে পূর্ববৎ বিকট শব্দ ।)

লোক । গিরিহি বাবা, গিরিহি বাবা! তুমি ভূত নও ত কি বাবা, ভূতের বাবা, বাবা ?

হরি । উঠে যাও, উঠে যাও । (লোককে “নাড়ুন” ।)

লোক । (ভয় ও রোদনের সহিত) মেরে ফেল না, বাবা ভূত । আমি বাস্ছি, বাবা ।

[পলায়ন ।]

(চতুর্দিক্ হইতে ভয়ানক শব্দ ও রক্তস্রাবাদির আলোচন ।)

হরি । বিরাজমোহিনী যদি এরাড়ীতে থাকেন, এ প্রকার শত সহস্র বিভীষিকা দলদর্শনেও পরাঙ্মুখ হব না । প্রাণ হারাই তাও স্বীকার, তব্ একবার সমস্ত অধেবণ কবে দেখব । আমার নিবৃত্তিতার সমুচিত প্রদর্শন হবে ।

(বিকটশব্দ ও ইটক খণ্ডবর্ষণ ।)

হরি । কে আহিস্, নদুখে আয় । আমি ওদের ভয় পাই নে ।

বিকট শব্দ ও একটা ভীষণমূর্ত্তির হঠাৎ ভূদধ্য হইতে
উত্থান ও তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান ।

হরি । পলালি কেন ? আর, ফের আয় । পিশুনের গুলিতে তোর শরীরমধ্যে সূচ্যাকিরণ প্রবেশের পথ করে দিই ।

বেগে অন্য দিক হইতে ভীষণমূর্ত্তির প্রবেশ ও হরিপ্রিয়-
কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত গুলি দ্বারা ঈদং আহত হইয়া পতন ।

হরি । (মূর্ত্তির একে পরস্থাপনপূর্বক) বন্ বন্ হই কে, তা না হলে তোকে দগেব দড়ি পাঠাই ।

মূর্ত্তি । (সত্যের) বন্ হি বন্ হি, আমার নৃপেশ জগত ভাঙে দিই ।

হরি। (দেইরূপ করিয়া) বল্ ।

মুষ্টি। বাবু, আমি জেতে মুসলমান, একবার লোভে পড়ে জালু করেছিলেম্, ম্যাক্রেওন্ সাহেব তাই টের পেয়ে আমাকে ভয় দেখালে যে “আমি যা বলি, তা যদি তুই না করিস্, ত তোকে পুলিশোলাও বেতে হবে।” আমি তরে স্বীকার হলেম্ । সেই অবধি এই খানে এই কাজ করছি ।

হরি। সাহেব, তোকে একাজ করার কেন ?

মুষ্টি। আত্ম—অত্ম—

হরি। বল্, তা না হলে তোকে মেরে ফেলব ।

মুষ্টি। বলছি, বলছি, টুটি ছেড়ে দিন্ । আত্ম, সাহেব এখানে মধ্যে মধ্যে মেরেনামুখ ধরে এনে রাখেন্ । এ বাসিন্দা ভূত আছে এই ভয়ে, তাদের জন্যে এনিকে কেউ বড় এত্নে, খোজ্ করতে আসে না ।

হরি। ওঃ, কি ভয়ানক ! নাত্র বিকেলে কোন দ্বীলোককে এখানে এনেছে ? (মুষ্টি—ততঃ করণ।) বল্, তা না হলে তোকে নিকের করি ।

মুষ্টি। আত্ম ই, এনেছে ।

হরি। তিনি কোন্ ঘরে আছেন ?

মুষ্টি। পুস্তিকের ঘরে । কিন্তু সব দরজার চাবি দেওর, আপনি যাবেন্ কেমন করে ?

হরি। আমি দাবার উপায় করছি, তুই একখানা মই কি অস্ত্র কোন রকম্ নিভি আন । কথা কইরি ত মেরে ফেলব । আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব ।

উভয়ের প্রস্থান ও কিয়দ্বিলম্বে এক খানা মই

লইয়া পুনঃপ্রবেশ ।

হরি। এইখানে লাগি । (মুষ্টির তথাকরণ।) তাকে বিধায় নেই, তার গাত পা বেধে বেধে দাও । (তথাকরণ, মইদ্বারা উঠন ও বিতল-গ্রস্তের দাবাক ততঃ করণ।)

মুসলমান হাতিয়া পুস্তিকা

হরি । (আক্সানে) এই বে ! আমি হরি । আসুন, মোর আসুন,
আপনার আর কোন ভয় নেই ।

গৃহমধ্য হইতে । আপনি ! আঃ, আপনি আমাকে রক্ষা করলেন !
(হরিপ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিরাজমোহিনীর অবতরণ ।)

বির। আমার গা ঘূর্ছে, কথা কইতে কষ্ট বোধ হচ্ছে ।—আপনার
কাছে আর কৃতজ্ঞতা কি জানাব ! আপনি আমাকে—(হঠাৎ গতিবদ্ধ ।)

হরি । ওকি, যেতে যেতে অমন করে থমকে দাঁড়ালেন কেন ?

বির। (সলজ্জভাবে) এই রাত্রিতে আপনার সঙ্গে একলা ঘাব—

হরি । দেখুন, আমাকে সকলেই নির্দোষ আর পাগল বলে জানে,
আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে কেউ কিছু বলবে না, আর বেশি দূরও
একলা যেতে হবে না । এই সম্মুখের বাড়িখানা ছাড়িয়ে গেলেই বড়
রাস্তার পড়বে, সেখানে লোক জন এখনও যাতায়াত করছে । (হরি-
প্রিয়ের সহিত বিরাজমোহিনীর কিঞ্চিৎ গমন, কচানুভব ও দ্বিতি ।)

হরি । আপনি আমার হাত ধকন, বিপদের সমর লড়া করলে
চলবে না ।

[বিরাজমোহিনীর হস্ত ধারণপূর্বক প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

বংশবাণী—সুরেন্দ্রের বাণী ।

বিরাজমোহিনী আসীনা ।

বির। তাঁর ত আসবার সময় হয়েছে, এখনও আসছেন না কেনী
কি ঠিক করা হল জানবার জন্য মন বড় উৎক্লেশ হয়েছে । আর—

হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

আম্ন, কি হল?

হরি। (দহাস্তে) বিনোদের ত আজ বিবাহ! কর্তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সম্মত করিয়েছি। আর অপেক্ষা করে কাজ কি, কি বলেন?

বিদ্যা। আমি স্ত্রীলোক, আমি আর আপনাকে কি পরামর্শ দেব, বলুন। কিন্তু যা করবেন, খুব সাবধান হয়ে করবেন। ইনি ও আমাকে বিনোদের নাম পর্যন্ত করতে দেন না।

হরি। এ ভিন্ন ত অস্ত্র কোন উপায় দেখি নে।

বিদ্যা। (দহাস্তে) বিনোদের আজ বে, তা বিনোদ নিজে জানে?

হরি। (দহাস্ত) না। একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “দাদা, বাড়িতে এ সব আলো টালো দেওয়া হচ্ছে কেন?” তা আমি বললেন, “আজ আমাদের বাড়ি জনকতক লোক থাকবে, এ সব তারি জন্ত হচ্ছে”। শুনে আর কিছু বললে না।—দেখুন, আজ যা হয় এর একটা শেষ করতেই হচ্ছে। বিনোদের স্নান মুখ ও শীর্ণ শরীর ত আমি আর দেখতে পারি নে। কি কুর্কর্মই করেছি।

বিদ্যা। আনাদের এ কথা কে কে জানে?

হরি। আর কে জানবে, শুধু আপনি, আমি আর কর্তা। তা আমি এখন আসি।—না বুঝে যে অজ্ঞান করেছি, আপনাদের কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিচয়গা)

[প্রস্থান।

বিদ্যা। আমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে! (অধোবদনে, চিন্তিতভাবে স্থিতি।)

মুরেল্লের প্রবেশ।

বিদ্যা। (মুরেল্লকে দেখিয়া, স্মৃত) শীঘ্র বলে ফেলি, তা না হলে বিনোদের নামটা আমার মুখ থেকে বেরতে না বেরতেই এখন থেকে চলে যাবে। (প্রকাশ্যে) দাদা, আজ বিনোদের বে!

সুরে । (স্তম্ভিতভাবে দণ্ডারমান হইয়া) তার আজ বে ?—শুনে মজ্জল হলেম্ ।—কার সঙ্গে ?

বির। তা বলতে পারি নে । আমি এই শুনেম্ ।

সুরে । আঃ, এতদিনে সম্পূর্ণ নিকরোগ হলেম্ । তারি জন্ত বুঝি ওদের বাড়ী আজ এত গোলমাল ?

বির। ওরা আনন্দের সব দেখিয়ে করছে ।—উঃ নাগো, আমার দেখে একেবারে হুঃখে মরে গেলেম্ ! আমার নানার বেন আর বে হবে না ! ইঃ ।

সুরে । (নস্মেহে) বিরাজ, তুমি আমার বদ্বন্দ্ব তামিনী । (ঈষৎ হাস্তের সহিত) তুমি বে দেখতে যাবে না ?

বির। নানা, দেখ, আমার বড় রাগ হচ্ছে । আমার ইচ্ছা করছে, আমি রটিয়ে দিই, যে তোমারও আজ বে ।

সুরে । (দহাস্তে) পাত্রী স্থির হল কোথার ?

বির। (স্বগত)পাত্রী আপনি এনে উপস্থিত হবে এখন । (প্রকাশ্যে) তা যেখানে কেন ঠিক হোক না, ওদের তাকে কি ? বিনোদের কার সঙ্গে বে, তা কি ওরা আমাদের বলতে এনেছে ?

সুরে । (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বিরাজ, তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করছে,—এক সময়ে আমি বিনোদকে বড় ভাল বাসতেম্ । (অশ্রুত্যাগ ।)

বির। (স্বগত) আঃ বাহলেম্, এতদিন পরে একবার শমন করেছেন । চখে এক কোঁটা জলও দেখা নিচ্ছে । ওটা জলকণ । জল পড়লেই আঙুল্ নেবে । (প্রকাশ্যে) দাদা, বিনোদ আপনার কোন মতেই উপস্থিত নহ, তা এর জন্ত আর কেন রূপা হুঃখ করেন ?

সুরে । হুঃখ করছি নে, বিরাজ, কিন্তু—(অশ্রুত্যাগ ।)

বির। চল দাদা, জল খাবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

বিনোদিনী ও হরিপ্রিয়ের প্রবেশ ।

বিনো । (দক্ষলনয়নে) দাদা, নতুন বস্ত্র পরিধান করেছি । (বিরাজকে দেখিয়া) দাদা, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চান ?

হরি । বিনোদ, কিঞ্চিৎ কথা বলি বড় পাপ । (স্বগত) ওঁ ত্রিবিষ্ণু, এসব স্থলে নয় । (প্রকাশ্যে) আর তোমাকে প্রবঞ্চনা করে আমার লাভ কি, বিনোদ ? (নেপথ্যে নন্দীতধনি ।) ঐ শোন, বিবাহ হবার আগেই কত অশ্লীল আত্মা হচ্ছিল । গান বাজনার ধুম পড়ে গেছে । তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও । আমি ঐ ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখে আসি, কি হচ্ছে ।

[হরিপ্রিয়ের প্রস্থান ।

বিরাজমোহিনীর প্রবেশ ।

বিনোদ । (নাশ্রুতবনে) নিদি, আমি একবার এসছি, এখনি আবার যাব, আমার উপর রাগ কর না । নিদি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি । হ্যাঁ, নিদি, বলি—বলি—তোমার দানার—কি—আজ—(অশ্রুদ্বারা বাধুদোষ ।)

বিরাজ । (বিরক্তির ভাবে) আর, কি জিজ্ঞাসা করবে, কর না ?

বিনোদ । নিদি, তুমি অমন করে আমার নগ্নে কথা কচ্ছ কেন ? নিদি, তুমিও কি আমার পর হলে ? (অশ্রুত্যাগ ।) আমি তোমার কাছে ত কোন দিন কিছু নোব করিনি, নিদি ? (অশ্রুবর্জন ।)

বিরাজ । (স্বগত) আমার কান্না আসছে । (প্রকাশ্যে) এখন কি বল ছিলে, তাই বল ।

বিনোদ । (কষ্টে অশ্রু সম্বরণপূর্বক) নিদি, তোমার—দানার—কি—বে ?

বিরাজ । তা, আমার দান। চিরকাল আইবুড় থাকবে না কি ?

[প্রস্থান ।

বিনোদ । (সরোবতনে) সেই দিন দান। পাখি না দিলেই ছিল ভাল ! তেজিনে তিনি আমার একেবারে পর হলে ! হেঁচ, অগদীশ্বর করুন, তিনি যেন যথেষ্ট থাকেন, তাঁকে সুখী দেখলেও আমার কতকটা সুখ হবে । (অশ্রুত্যাগ ।)

(গীত ।)

রাগিনী (গাঢ়) ঠৈরবী—তাল নথানান্ ।

কেমনে বুঝাব মনে—এ মনে ।

অধীর আমারি মন, আজি প্রবোধ নানে ॥

যাঁর লাগি মনপ্রাণ, অনুদিন হর কীণ,

সে আমার নহে, প্রাণ,—বুঝা কান কি কারণে ।

নাধেরে পাইব পুন, আশা নাই এক দিন,

ভুংখিনী আমা মতন, কেহ নাই এ ভুবনে ॥

সুরেন্দ্রের প্রবেশ ।

সুরে । নন্দীত এমন সুরমধুর, “রস রসমর,” তা’ও আজ্ আমার ভাল লাগছে না । আমার অভ্যকরণ এমন দুর্বল হল কেন ?—(সক্রোধে) আমার অভ্যকরণ দুর্বল ? যে বলে সে নিশ্চয়বানী । (হঠাৎ বিনোদকে দেখিয়া) এ কি, বিনোদ বলে বোধ হচ্ছে না ! (কিঞ্চিৎ অনুরণ) তাই ত ! (ক্রোধ ও বিস্ময়ের সহিত) ও এখানে কেন ? (প্রস্থানের উপক্রম) না, জিজ্ঞাসাই করি না কেন, এখানে কেন এসেছে, তাতে দোষ কি ?—তুমি এখানে কি করছ ?

বিনো । (অশ্রুত্যাগপূর্বক, মূহুঃস্বরে) একবারে হরিনানার সঙ্গে এসে-
হিলেন্ ।

সুরে । তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ করতে ?—তোমার আজ্ বিবাহ
তা আমরা জানি, বলে কষ্ট পেতে হবে না ।

বিনো । আমার বিবাহ ! আমি কি নিজের বিবাহ গোপন কর-
বার জন্য ওকথা বল্লেম্ ? (ভুংখপীড়িতস্বরে) তা আমাকে গোপন কর-
বার ত কোন প্রয়োজন নেই । জগদীশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন,—
আমি আপনার সুখের পথে কষ্টক হতে পারি নি । (অশ্রুত্যাগ ।)

সুরে । মিথ্যা কথা বলতে কি সুখে যেই আটকায় না ?—যাকে
বিবাহ করবে, সে কি সৌভাগ্যবান থাকবে, এমন কিছুটা দী পায়ে ।

বিনো। (সুরেন্দ্রের হস্তধারণপূর্বক) সুরেন্, চখের জলে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি আমাকে একেবারে কেলুবে কেল, কিন্তু অমন নিষ্ঠুর কথা আর বল না। সুরেন্, সর্ষাতুবানী ঈশ্বর নাকী তুমি ছাড়া আর কারকেও আমি জানি না। (অশ্রুতাণ।)

সুরে। (অতিশয় ক্রোধের সহিত) আমি যা চক্ষে দেখছি, কাণে শুনিছি, তা অবিজ্ঞান করব? ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে মিথ্যা কথা? পাপিয়ারসী, তোমার নরকেও স্থান হবে না।

[বিনোদিনীর হস্ত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

[বিনোদিনীর পতন ও মূর্ছা।]

হরিপ্রিয়ের ব্রহ্মভাবে প্রবেশ।

হরি। অহা হা, ক দিন প্রায় না খেয়ে রয়েছে, এতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। আমরাই ত্রুষ্টিক্রমে এই সব ঘটছে। আমরাই নরকে স্থান হবে না। (বিনোদিনীর মূর্ছানুদীকরণের চেষ্টা।)

নেপথ্যে। নানা, একটা কথা শুনে যাও। সত্য সত্যই বিনোনের আজ বিবাহ নর। আমি সব বলছি, একবার এই দিকে এস।

বিনো। (মূর্ছান্তে) হরিনানা, তাঁকে একবার এইখানে ডেকে নিয়ে এস। বলে, যে আমি বিনতি করছি, “আমার একটা কথা শুনে যান,—এই আমার জীবনের শেষ ভিক্ষা।” (অশ্রুতাণ।)

হরি। এখন তাঁকে তেকে আনছি, তুমি স্থির হয়ে বস।

[প্রস্থান।

বিরাজমোহিনী ও সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

সুরে। বিনোদকে যুগ দেখতে আমার লজা করছে! বড় কৃপা-বহার করেছি, তাকে আরও কষ্ট দেব। এই হরটোর দোষেই ত সব হয়েছে?—

বিতা। যাই। (স্বগত) হঁ, বাচ্চি এই যে, আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখব।

[প্রস্থান ।

সুরে। (বিনোদিনীর নিকটে আগমনপূর্বক, তাঁহার হস্ত ধরিয়া, লজ্জিত ভাবে) বিনোদ—

বিনো। (সুরেন্দ্রের পদতলে লুপ্তিত হইয়া) প্রাণনাথ, এতদিনে কি অভাগিনীকে মনে পড়ল, এতদিনে কি দুঃখিনী বলে দয়া হল ? (রোদন।)

সুরে। (সকু মুহুরা, বিনোদিনীর নিকটে উপবেশনপূর্বক) বিনোদ—

বিনো। (বরোদনে) সুরেন্দ্র, অনেক কষ্ট পেয়েছি, আর আমি এ প্রাণ রাখব না। তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করব।

সুরে। সরলী বালিকার মনে ষথার্থই বড় কষ্ট দিয়েছি। বিনোদ, শোন—

বিনো। অনেক দিন তুমি আমার সঙ্গে কথা কওনি, আমি আর তোমার কথা শুনে চাই নে। (রোদন।)

সুরে। কি করে এ কারা থামাই ?—(হঠাৎ) অরে, বাবাবে, একটা মস্ত কেউটে নাপ গো ! (কিঞ্চিদপনয়ণ।)

বিনো। (মভরে উত্তরা) কৈ, কৈ ?

সুরে। (হাস্তপূর্বক—বিনোদের হস্ত ধরিয়া) কৈ, বিনোদ, এখানে ত নাপ নেই! ওটা তোমার কারা থামাবার জুতা বলেছিলেন!

বিনো। (সকু মুহুরা) হঁ—উ—উ, মিহিমিহি করে ভয় দেখান ? (পুনরায় রোদনের উপক্রম।)

সুরে। বিনোদ, শোন, আর কেঁদ না, আমার ঘাট হয়েছে, এই কাণ মল্ললেন। (নিঃস্বপ্ন কর্ণমলন।)

বিব্রাজমোহিনীর প্রবেশ।

বিব্র। হিঃ, হিঃ, হিঃ। ওমা, আর যে হাঁদি চেপে রাখতে পারি নে যা শেষকালে হিঃ হিঃ কেউটে মল্ল না কি! হিঃ, হিঃ, হিঃ। দাদা, বাবাবে আগে হিঃ হিঃ হিঃ? হিঃ, হিঃ, হিঃ।

সুরে : (স্বগত) আরে মল যা, এ হতভাগ। ছুঁড়ি আবার এল কোথেকে! (মস্তক কক্ষান করিতে করিতে, প্রকাশে) এই—ডান্—কাণে—একটা—কুছুড়ি—মত—কি—হয়েছে,—তাই—হাত—দিয়ে দেখছিলে।

বিরাজ : হিঃ, হিঃ, হিঃ। দাদা, তোমার বাঁ কাণেও কি কুছুড়ি হয়েছে? হিঃ, হিঃ, হিঃ।

[প্রস্থান।

সুরে : হুঁড়িতে নোষ কৈলেছে বুঝি, যাঃ!।

বিনোদ : (চক্ৰ দ্বিধা, ওষ্ঠপ্রান্তে সৈবৎ হাত্তের সহিত) খুব হয়েছে, যেমন কম তেমনি কম।

সুরে : বিনোদ, তুমি একবার ভ্রমনি করে হাঁদ। পৃথিবীতে অনেক অনেক কলস বৃষ্টি নেমেছে, কিন্তু স্বীলোকের মুখে কান্দতে কান্দতে হঠাৎ হাঁসি—এমন সুন্দর ভাব কিছু দেখি নে।—(বিনোদিনীর হস্ত ধরিয়া) বিনোদ, আমার উপর রাগ পড়েছে ত?

বিনোদ : (কহিতে কহিতে, কবে আমি তোমার উপর রাগ করলেম, যে তাই আমার রাগ পড়বে?—সুরেন্দ্র, একটা কথা বলি, বিরক্ত হইয়া না। গৃহকালীন উপর সহজে সন্দেহ কর না। তারা শিক্ষিতাই হোক, না অশিক্ষিতই হোক—অবরোধকল্পী হোক, তাদের হৃদয়ে অপবিত্রতা বহুই উল্লসিত হয় না। স্বামীই তাদের একমাত্র পার্থিব দেবতা, স্বামীমুখিতাই রমণীজনসচিত্র সমগ্র পরিপূর্ণ।

সুরে : (স্বগত) রাগ পড়েছে, কান্নাও খেমেছে, এখন বক, মার, উপদেশ দেও, সব সম্ভব। কিন্তু বিনোদ যদিও বাসিকা, যে কথাটা বলিলে, তা বড় বিখ্যাত। অকারণে স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ করা অনেক মহাপুরুষের ভোগ আছে। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া, প্রকাশে) বিরাজ আসছে, যাবার হরত চাট্টা করবে।

[প্রস্থান।

বিরাজবিনোদিনীর প্রবেশ।

(বিরাজবিনোদিনীর হস্তে একটি গমন্যাকত) বিরাজ : বাড়ির গিটো

ঠাণ্ডকণ্ কোথায়, প্রণাম হই। (প্রণাম।) আপনার বিবাহ সময় যেন হু একখানা লুটি সন্দেশ পাওরা যাত্র, দুঃখী কাঞ্চাল বলে তখন যেন ভুলে যাবেন্ না।

বিনো। (বিব্রাজমোহিনীকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক) তোমার মরণটা হয় ত বাঁচি। তুমি মর না শীঘ্র? (আনন্দাশ্রুবর্জন।)

বিরা। (বিনোদিনীর চক্ষু-মুছাইয়া দিয়া) নব চুকে বুকে গেল, আবার কেন কান্না, তাই?

বিনো। (অশ্রুসম্মরণপূর্বক) তুমি তখন আমার সঙ্গে অমন করে কেন কথা করেছিলে, তা বুঝেছি! তোমার পেটে এতও আছে, দিদি!

সুরেন্দ্রের প্রবেশ।

বিরা। (সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, বিনোদিনীর প্রতি) তোমার বে, তা আমাদের কি? ইং, আমার দাদার যেন আর বে ঘুঁসে না?

সুরে। (সহাস্ত্রে) আচ্ছা, বিরাট, তুমি আমাকে চাট্টা কর দিনস্পর্কে?

বিরা। (স্বগত) তোমার পাণ্ডুলিপি দস্পর্কে! দাদার মুখে আর এখন হাঁসি ধরে না, এতদিন যেন মেবে তাঁকা ছিল!

অবনতমস্তকে হরিপ্রিয়ের প্রবেশ।

সুরে। (সিবৎ ক্রোধের সহিত) হরি, তোমাকে এবার কমা করলেম্, কিন্তু ভবিষ্যতে দাবধান হইয়া। নমস্কানে বাধ্য লাগে, এমন আমোদ আর কখন কর না। তুমি নিত্যন্ত নির্দোষ, তা না হলে তোমার উপর রাগ করতেম্।

হরি। (দুঃখিতমুখে) না বুকে করেছিলেন, কমা করবেন।—আমি আপনাদের কাছে বিনয় নিতে এসেছি। আমি ভাগ্যসুখ বাঞ্ছি। সেই পানেই আমি এখন কিছু দিন বাহ্যে,—আপনাদের আর বিরক্ত করতে আসিব না।

সুরে। (হরিপ্রিয়ের হস্ত ধরিয়া) আমি একটু চাট্টা করে বললেম্ বলে কি, তাই, এত রাগ করতে হয়?

হরি। আজ্ঞা, না, আমি রাগ করে বাঞ্ছি নে। অনেক কারণে মন ব্যত্যাক হয়ে গিয়েছে, তাই বসেছি। বিনোদিনীর নিত্য বসনপূর্ণতা, হাসি, কান্না, আমি আমি, বিরাট, সবই আমার মনে পড়ছে।

বিনো। (নজলনয়নে) দাদা, তুমি না থাকলে আমি সেই দিনেই মরেছিলেম্।

সুরে। কি, কি, কি হয়েছিল, বিনোদ?

হরি। আজ্ঞা না, সে কিছু নয়।

বিনো। (নাশ্রয়নয়নে) তুমি যখন আমার উপর বড় রাগ করেছিলে, আমি একদিন মনের দুঃখে গলার দড়ি দিতে গিহ্লেম্। দাদা সেই সময়ে এসে পড়ে সে দিন আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন্।

বিরা। (অধোবদনে, মৃদুস্বরে) দাদা, আমি লজ্জায় এত দিন ওঁর নাম করি নি। উনিই আমাকে অনেক বিপদের মধ্য থেকে সেই রাত্রিতে উদ্ধার করে আনেন্।

সুরে। (কিরংকাল শুদ্ধ থাকিয়া) আমার আজ্ঞা মানার পালা পড়েছে না কি?—(চিন্তাপূর্বক) বিনোদ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, এই নিকে একটু এন ত।

(কিরন্দূরে গিয়া বিনোদিনীর সহিত পরামর্শ) .

হরি। আমি এই বেলা যাই, বিনোদ এলে আর হবে না। (বিরাঙ্গ-মোহিনীর প্রতি লজ্জিতভাবে, অধোবদনে) আমি তবে আসি। আপ-নার কাছেও অনেক অপরাধ করেছি, মার্জনা করবেন্।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিরা। আপনি আমার অনুরোধটা রাখুন, যাবেন্ না।

হরি। (স্বগত) সুরে বোধ হচ্ছে—নাঃ, মৃগতৃষ্ণা মাত্র। (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ও অনুরোধ করবেন্ না। আমার এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই।—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, কিন্তু গেলে কি এ হতভাগ্যকে মধ্যে মধ্যে এক একবার স্মরণ করবেন্?

বিরা। (নিঃশিখণ্ডের সহিত) তা আর আপনাকে কি বলব, বলুন! আপনি নিতান্তই আমার অনুরোধ রাখলেন্ না।

সুরে। (অনাবৃত্তি বিনোদিনীর প্রতি) তোমার পিতামহের এতে অসন্তোষ হবে না, সেটা জানেন্?

বিনো। তিনি শুনে আরও ভারি সন্তুষ্ট হবেন।

সুরে। বিরাজের ত অমত হবে না?

বিনো। (ঈশ্বর হস্তপূর্বক, অশ্রুনি নির্দেশ করিয়া) দেখে বুঝতে পারছ না, অমত কি মত!

সুরে। (হরিপ্রিয়ের নিকটবর্তী হইয়া) হরি, দেখ, ভাই, তুমি যথার্থই বড় নিরর্থক। তোমাকে আমরা কখন বিদেশে যেতে দিতে পারি নে, সেখানে গিয়ে কি আবার নিজের নির্যাসিতার নোবে কোন বিপদে পড়বে? কিন্তু তোমাকে সহজে বিশ্বাস নেই, তুমি যদি কোন দিন পালিয়ে যাও? কিছু মনে কর না, ভাই, তোমার হাতে এক গাছা শেকল বেঁধে দিচ্ছি। (হরিপ্রিয়ের হস্তে বিরাজমোহিনীকে দানপূর্ণ।) ভাই, ঈশ্বর ককন, যেন তোমার মত নিরর্থকের সংখ্যা পৃথিবীতে নিত্য বৃদ্ধি পায়।

বিনো। (বিরাজমোহিনীর গাল টিপিয়া, সহাস্তে) “আমি কিছু বেগ করব না, তার কথাও নয়। ওতে কি স্বখ আছে; কেবল তির্যকাল জ্বালাতন করে মরতে হয় বৈত নয়?”

বির। (জনান্তিকে) তোর পায়ে পড়ি, বন, দানব নদ্যুখে অর আমাদের লজ্জা দিসনে।

নেপথ্যে। কৈ, কৈ!

সুরে। (বিনোদিনীর প্রতি) তোমার ঠাকুরদান আসছেন। আমার বড় লজ্জা করছে!

রাজচন্দ্র ও নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

রাজ। (আজ্ঞান) এই যে! শালবের আর দেখি নইল না, আমি না আসতে আসতেই, দুই শালীকে নিঃস্বা ভাণ্ড করে নিরেছে!

যুগলবরের ভূমিষ্ট ভট্টার প্রবেশ।

রাজ। (দণ্ড পরিয়া সকলকে উদ্দেশ্য) আর আসল কবতে হবে না। ভাণ্ড বেগের বেলা ওঁর, আর আমি বুঝে পড়ে গুহু একটি ভাবনা করা! কুহু কান্ধা বাত্ নাই! আমায় আসল কবতে হবে! হুঁ, আমি শালীদের খাড়া মাটির দানব মিনে।

প্রিয়কে নির্দেশ করিতা, সুরেন্দ্রের প্রতি) দাদা, নবই হরির খেলা !—
আমি যে কতদূর স্বপ্নী হলেম্, তা বলতে পারি নে। দাদা, একটা
কথা বলব বলব মনে করছি, বলব কি ?

সুরে । বলুন না ।

রাজ । দাদা, তোমাদের নবাদের শরীরে দরদা দরদা অনেক গুণ
আছে, কিন্তু, দাদা—বলি যাগ কর না, ভাই—তোমরা একটু উদ্ধত,
অল্প রেগে যাও। এই দোবটা না থাকলে, কার দাধা তোমাদের
একটা কথা বলে ?

নীল । (সগত) দাদাবাবু ক বার আমাকে কাঁকি দিয়েছে, এই-
বারে সুদৃশ্য জ্ঞান করছি, ভাঁড়াও। (হরিপ্রিয়ের নিকটে গমন
পূর্বক) দাদাবাবু, জানাবড় গুল দেবে কি ?

হরি । (জনাভিক) অরে, চুপ্ চুপ্ এই নে, তোমার একটা টাকা
নিষ্টি, তৈসান্ নি, বা ।

নীল । (টাকা লইয়া) এক টাকার কর্ম নর, কেন এ—এমনি করে
আমাকে টেটে কোল দেবে না ? (পতন ও উত্থান।)

রাজ । ওকি, ওকি, নীলে পড়ে গেল না কি ?

হরি । দাদা না পড়ে নি। (জনাভিকে নীলকণ্ঠের প্রতি) এই নে,
আর একটা টাকা নিষ্টি নে, আর গোন্ করিস্ নে। (টাকা প্রদান।)

নীল । (অফ্লাননে) বাই, মাকে দিয়ে আনি ।

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান ।

রাজ । দাদা, এই নিকে এন দেখি, একটা পরামর্শ করি ।

(সুরেন্দ্র ও বরজেন্দ্রের পরামর্শ, ও বিনোদিনীর অন্তরমনস্ক-
ভাবে স্থিতি।)

বিদ্যা । (জনাভিকে) কুমি ওকে টাকা দিলে কেন ?

হরি । (সগত) বিনোদিনীর মুখে প্রথম কুমি সন্ধ্যাষণ কি মিষ্ট !
(প্রকাশে) পরে বলি—বিদ্যা, আমাকে ভাল ব নুবে ত ?

বিদ্যা । (সিঙ্গ, কামলাদেবী, অরোপাননে) তা কি এখনও নুমেতে
পাড়ে না !

নীলকণ্ঠের বেগে প্রবেশ ।

নীল । কর্তামশাই, কর্তামশাই, গিরিছি, সেই বামুন আমার আনুহে ! (রাজসভের পার্শ্বে লুকায়ন ।)

রাজ । (সহাস্তে) নাঠির শব্দেই বুঝতে পেরেছি, আররহ মহাশ আনুহেন্ ।

নেপথ্যে । বহুজা মহাশর এখানে আছেন কি ?

রাজ । আজ্ঞা, হাঁ—আম্বন ।

নেপথ্যে । আমার সঙ্গে আমার পুত্র আছেন ।

রাজ । তিনিও আম্বন না, তাতে ক্ষতি কি ?

পুত্রনহ ন্যায়রত্নের প্রবেশ ।

রাজ । (প্রণামান্তে) আনুতে আজ্ঞা হয় ।—প্রণাম কর ।—
(সহস্রের প্রণাম ।) আমার পৌত্রী আর নৌহিত্রের শীত্রই বিবাহ দেব,
স্থির করেছি ।

জ্ঞান । সংপদামর্শই করিয়াছেন—

জ্ঞানরত্নপুত্র । (সহস্র) মিষ্টান্নের বিখ্যাতা বিস্মৃত হইবেন না !

“মিষ্টান্নমিতরে জনঃ” ! হাঃ, হাঃ, হঃ ।

নীল । (স্বগত) বিবকর্ম্মার বেটা বেয়াশ্বিনকর্ম্মা ! আগে ধাক্কাতেই
খ্যাই পট্টয়ে নিচ্ছে !

রাজ । আজ্ঞা না, তাও কি কখন হয় ?

জ্ঞান । বাবাজীরা, তোমরা ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; তোমা-
নের আর এনব দিনেরে কি উপদেশ দিব ! তথাপি শাস্ত্রের বচনটা
একবার বলি—

“যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে, সর্ক্সাস্তত্রাকলাঃ ক্রিয়া ॥”

“সদ্যতো ভার্গ্যা ভর্তা, তত্র ভার্গ্যা তথৈবচ ।

সদ্যন্তেব কুলে নিত্যং, কল্যাণং তত্র বৈ ক্রবৎ ॥”

“নারীগণ সম্মানিত হইলে, দেবতারা সন্তুষ্ট হইবেন, আর ভার্গ্যগণ

অবমাননা করিলে দানাদি সমস্ত ক্রিয়াকর্মই বিফল হয় । যে পরিবারে
তাকা ও ভর্তা নিত্য পরস্পরানুরক্ত, সে পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ
জানিবে ।”

স্বীপুত্রের প্রণয় থাকিলে, গৃহ সুখের আনন্দ, স্বর্গবিশেষ—তবি-
পরীতে অশান-নরক ।

নেপথ্য সঙ্গীত ।

৩য় । (সুরেন্দ্রের হস্তে বিনোদিনীকে ও হরিপ্রিয়ের হস্তে বিরাজ-
নোদিনীকে অর্পণ পূর্বক, গলচন্দ্র ও রুতাজ্জলি হইয়া, স্তাররত্ন ও
তঁহার পুত্রের প্রতি) আজ্ঞা আপনাতা এসেছেন, এতে বড় অনুগ্রহীত
হলেন । আগামী শনিবারে এদের শুভবিবাহ । অধীনদের প্রতি
অনুগ্রহ করে আর একবার সেই দিন পারের ধূলা দেবেন ।

সমাপ্ত ।

শরৎ-সরোজিনী নাটক।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকানুয়েই প্রাপ্ত। মূল্য ১৬০, ডাকঘাটমূল ৮০

অমৃতবাজারপত্রিকা ।

এই পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রমুখ্যে পদে পদে দেখাইয়াছেন যে তিনি এক জন যোগ্য ব্যক্তি। বাঙ্গাল ভাষায় এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে এখানি নবোৎকৃষ্ট না হউক, দুই এক খানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও অজাবধি বাহির হয় নাই। * * * দুর্গাদাস বাবু পুস্তক খানি দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে যত করিলে বাঙ্গাল ভাষাতেও উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা যায়।

প্রতিধ্বনি ।

ইহার লক্ষ্য উঠ, কৃতি পরিশুদ্ধ, আধ্যাত্মিক কৌশলময়, পর পর ঘটনা এইরূপ কৌশল সহকারে বর্ণিত হইরাছে একত্রে সযুগ্ম পড়িতে বিশেষ আশ্রয় হয়। * * * এইরূপ উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। * * * দোষের ভাগ অপেক্ষা এই নাটক ধানিব গুণের ভাগ এত অধিক যে, এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অল্প আছে।

সোমপ্রকাশ ।

শরৎ-সমরোজ্জ্বলী—এখানি নাটক। নাটক এই শব্দটা প্রাতিমূল্যে
প্রবর্তিত হইলে বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে কেবল এত-
কার ও প্রেমের উপরে নয় এই ভাবিয়া আমাদিগের উপরেও বিতর্ক
হইবে যে আমরা একটা রূপা বিষয়ের প্রথম উপস্থিত করিয়া তাঁহা-
দিগের সম্মুখ নষ্ট করিতে বসিয়াছি। খ্যাতি কালি বাঙ্গালী মুসলমান
যে প্রকার নাটক প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে পাঠকগণের কোনও অসুখ
হইতে সম্ভব হয়। নাটক নাটক হইলেও তাহা যেমন মর্মান্বজ

না আছে গম্পা-রচনার চাতুরী; না আছে শব্দকলিতা, না আছে রচনামধুর্য্য; প্রথমতঃ ভাষা নেশা দেখিয়াই গা তুলিয়া উঠে। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের ভাবকেও অপূৰ্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমরা যখন নবযুবকদিগের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি কি বাদ্যাদি অক্ষরে ইংরাজী পাঠ করিতেছি বুঝিতে পারি না।

কিন্তু শরৎ-সরোজিনী নাটক উহাদিগের সহোদর নর। ইহাতে পদার্থ আছে। আমরা আক্লান্তিচিতে নাটকখানির আচ্ছোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠকালে প্রতিপন্থেই আমাদিগের কৌতূহলের সমধিক বৃদ্ধি হয়। গম্পাটী যে মনোরম হইয়াছে, আমরা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। * * * শরৎ-সরোজিনীর ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালী বলিয়া পাঠে নাতিনিবেশ প্রদত্তি জন্মে। * * * এত্য়-কার নিপুণ চিত্রকরের জ্ঞান নাটোজ্জ্বলিত পাত্রদিগের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বদ্যাদ্য স্থান বীর, হাত, কল, ও ভরানক রসের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। পাঠকালে অত্যন্তরূপে নন্দু-চিত্ত বিকার উপস্থিত হয়। ইহার তুল্য গ্রন্থকরের প্রশংসা বোধ হয় আর নাই। * * উপসংহারভাগটী, অতি সুন্দর হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমালোচনা।

নাটককার পরলোকগত হইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি এক জন নিপুণ লেখক হইতে পারিতেন। উপস্থিত নাটকখানিতে তিনি যে কল্পনাশক্তি ও মানবচরিত্রবর্ণনের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসা-যোগ্য। শরৎ ও সরোজিনী, নাটকের নায়ক ও নায়িকা। পূৰ্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া এই দুই জনের চিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

সাধারণা।

শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে আমরা অনেক স্থানে অক্ষপাত করিয়াছি, ও উক্ত গ্রন্থে আমরা দুর্গাশাসনাবলীর প্রভেদ হাফে গুণ খজানো প্রমাণ করিতেছি। * * সরোজিনী নাটকে দুবনন্দোজিনীর দুর্গাশাসন বৃদ্ধিও সেই-রূপ ক্ষত্র রসে চমৎকার। দুবনন্দোজিনী নাটক নবযুবক নায়ক

হারাইরাছিলেন। কিন্তু নরাধনকে নাশ করিতে তিনি কৃতদয় হইরাছিলেন। যে দিন তিনি সেই পাণ্ডিত্য মতিলালকে স্বহস্তে ক্রীড়াভাবে ধমকননে প্রেরণ করিয়া, ক্রিষ্টভাবে থল থল হাস্য করিতে করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে “হঃ! হঃ! হঃ! কি মজা! আর এক মজা দেখ নকলে” বলিয়া সেই শত্রুদাতী ক্রীড়া স্বীয় হৃদয়ে বিকর করিলেন, তখন তাঁহার অধঃপতনের কথা স্বয়ং করিলে, শোক হয়, পাণ্ডিত্যের উপর হৃৎ হয়, রাগ হয়, ভূমননোহিনীর প্রতিবিধিংসারতি চরিতার্থ হইল দেখিয়া, পরিতৃপ্তি হয়, পাণ্ডিত্যের দৃষ্টি দেখিয়া ভয় হয়, ভূমনের প্রতি কিছু তক্তি হয়।

এরূপ রস উদ্ভাবনাতে নাটককারের কনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরোজিনী প্রমুখ এরূপ রসোদ্ভবন মধ্যে মধ্যে আছে। দুর্গাদাস বাবু পরলোকগত না হইলে, আমরা তাঁহাকে পুনর্বার নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম। সরোজিনী তাঁহার প্রধান কথা বঙ্গের নাটকের অন্ধকার মধ্যে তাঁহার দুখ উজ্জ্বল করিয়াই বলিতে হইবে।

নামতা বিতর্কনী।

আমরা এই নাটকখানি ভৌতুলের নথিত আনোপাত্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলম। “হঃ! হঃ!” ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক তাহা আমরা স্বীকার করি। গণপ্রিয় চিত্তরঞ্জক হইরাছে নাটো-লিখিত প্রধান পাত্রগণ স্বয়ং, মতিলাল ও সরোজিনীর চরিত্র স্বন্দররূপ বর্ণিত হইরাছে। যথাস্থানে ক্রোধ, হাস্য, ও বীর রস উদ্ভীর্ণিত হইরাছে। প্রমুখের অনেকগুলি কনতার পরিচয় দিয়াছেন।

এতদুদেশন গেজেট।

এখানি যে একখানি উত্তম নথিত নাটক হইরাছে, সে পক্ষে সংশয় নাই। এখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। স্বয়ং-সরোজিনীতে মনোবর্তিত এবং মনন-মনন অনেক স্থলেই সুন্দর রূপে চিত্রিত হইরাছে, এবং তাঁহার নাটকের প্রধান গুণ। স্বয়ং-সরোজিনীর বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট বঙ্গালি। এরূপ নাটকের সংখ্যা যদি হইলে বাঙ্গালী নাটকের আরও উন্নতি হইতে পারে।

ভারতসংস্কারক।

শরৎ ও মতিলালের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। * * সরো-
জিনীর স্নেহ অতি সুকুমার। * *। হরিদাস কর্তৃক যখন শরতের উদ্ধার
সাধিত হইল, শরৎ রূপ হইতে উদ্ভূত হইতেছে ; এবং হরিদাস সেই
দৃশ্যে যে প্রকার ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা একটি চমৎকার দৃশ্য এ
প্রকার দৃষ্ট হস্তরস প্রধান নাটকের গৌরব স্বরূপ। ইহাতে হরিদাসের
চিত্রপ্রকৃতি অতি উত্তম রূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এ প্রকার দৃশ্য
সচরাচর প্রাপ্ত হই না। বিজ্ঞানালোক-বিস্তারিণী সভাপতি অনুচর-বর্গ
সহ উক্তদুঃ হইয়া গমন করিতে করিতে এক ভূতির আঘাতে নিপতিত
হইয়াই গাত্রোপান পূর্বক যে ভাবের কথাবর্তী কহিতে লাগিলেন
তাহাও অতি হাস্যকর।

সহচর।

বিনিই গ্রন্থকার হউন না কেন, লেখক যে একজন অগাধ পণ্ডিত—
তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাহার বর্ণনাশক্তির ও
ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয় ! * * গ্রন্থকার একজন যথার্থ পণ্ডিত এবং
স্বদেশহিতবী। * * লেখক দেখানে প্রকৃতি, সম্ভাবনা, ও প্রশান্ত
ভাবের অনুগমন করিয়াছেন, দেখানে বর্ণনা উত্তম হইয়াছে। বিন্দুবা-
সিনী দেখানে স্বামী কর্তৃক প্রকৃত হইয়াও তাহার মঙ্গলকামনা করিতে-
ছেন, তদ্বৎ ভারতবর্ষের রমণীর প্রকৃত প্রতিমূর্তি হইয়াছে। ভগবান্
সরকারের বর্ণনা যথার্থ চমৎকার * *। নাটকখানি আজিকার বাজারের
রেমে নাটকের স্থান নহে ; ইহার অনেক অংশ পাঠে যথার্থ সন্তোষ
জন্মে।

স্বার্থদর্শন।

শরৎ-নবোজিনী। — এই নাটকখানি বঙ্গসমাজে এতদূর সমাদৃত
হইয়াছে, এবং সমাদৃত্যের মধ্যে ইহার প্রশংসা এত প্রচুর পরিমাণে
ব্যক্তি হইয়াছে, যে ইহার প্রতিবাদে আমরা যাহাই বলিব, তাহাই
অনর্থক হইবে। ইহা জন্মিয়াও আমরা ইহার প্রতিবাদে কিছু না
বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। . . .

নাট্যোন্মিষিত পুঙ্খমাগণের মধ্যে শরৎ, বিনয়, মতিলাল ও হরিদাস এবং স্রীগণের মধ্যে সরোজিনী, সুকুমারী, বিন্দুবাসিনী ও ভুবন-মোহিনী এই কয়েক জনের চরিত্র বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইরাছে। বিশেষতঃ সরোজিনী, সুকুমারী ও ভুবনমোহিনীর চরিত্র অতি চমৎকার-রূপে চিত্রিত হইরাছে। **।

চরিত্রবৈচিত্র্য শরৎ-সরোজিনীর একতী রমণীয় গুণ। তাহা বৈচিত্র্য, রস বৈচিত্র্য, চরিত্র বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণে এখানি বঙ্গভাষার অলঙ্কাররূপে উদ্বিগ্নে আর সন্দেহ নাই।

মধ্যস্থ।

আমরা এই নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। * * নাটকের অনেক গুণ ইহাতে আছে। ইহা দ্বারা দুর্গাদাস বাবুর কল্যাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থলে উত্তম উত্তম ভাব আছে। ভাবাও অপিকার্য্য স্থলে উত্তম। নাট্যোন্মিষিত ব্যক্তিগণের চরিত্রও আন্তরিক রকিত হইয়াছে, সুরতাং বহুগুণে এখানি উত্তম নাটক। * *। মধ্যে মধ্যে যে দব-দোষ আছে তাহা নানান্ত। নাটক রচনাতে ইহার দ্ব্যভাবিক ক্ষমতা ছিল। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে আরো দুই এক খানি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিতেন।

বান্ধব।

— ইহাতে যেমন সময়ের চিত্র আছে, তেমন যে সকল ভাবের কালে বিলয়নাই, সমাজের অবস্থা পরিবর্তে পরিবর্তন নাই, কচির স্বাস্থ্য ও বিকারের সহিত সন্ধক নাই, মধ্যে মধ্যে তাহারও দুই একটি অতি সুন্দর প্রতিমা মেঘান্ত জ্যোৎস্নার স্থায় শোভা পাইতেছে। * * ইহার রচয়িতা বাস্তব জীবিত কি নৃত তাহা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু তিনি জীবিত আর নৃত বাহাই হউন, তাঁহাকে আমরা নিপুণ কাকরূক বলি। বান্ধবের মধ্যে অনেক লোক লেখনী লইয়া এরূপ চিত্রণ কাকরূক প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শরৎ-সরোজিনীকে নিন্দাই কর, আর প্রশংসাই কর, ইহাকে পারিতে হইবে। ইহার আদি হইতে অন্ত নম্রই কৌতুহলোদ্দীপক। আরও করিয়াছ, কি চেকিয়াছ। কোন দোষ নিশেষ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অনুপূর্ণিত সময় না

ইহাতে সেই গুণ বহুলপরিমাণে লক্ষিত হইল। ঐ সরোজিনী, এই সুরুমারী। দুইটিই অতি কমলীর প্রকৃতি। কবি দুটিকেই সমান আভরে, সমান আভরণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি, স্থির চক্ষে চাহিয়া দেখ, এটির সহিত ওটি কখনও কোন সংশে মিশিয়া যায় না। সরোজিনী, কুম কমলিনী, সুরুমারী লাবণ্যলঙ্ঘিত প্রভাতশিশির-মিলিত গোলাপ। সরোজিনী মুকুর-প্রতিভাত স্বর্করশির জ্বাল অলম্ব করে, সুরুমারীর আলোক নীলোৎপল-প্রতিকলিত চন্দ্রিকার স্মার অতি মৃদু মৃদু বিকসিত হয়। * *। মতিলালের ছবিট ঠিক হইয়াছে। এইরূপ পুরুষ সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। শিক্ষা ও নতৈজ্য বুদ্ধির সহিত নিতান্ত পাশব স্বভাবের মিশ্রণ হইলে এইরূপ কল কলে। ফ্রান্সের নেবোটে ও মোরাবো প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল—নির্যাস, নির্মম, বিলাসপূর্ণ, ভয়ঙ্কর! * * যে সকল সামান্য নোদ আছে, আমরা তাহা গণনা করি না। যে এযুগের গুণরাশি উপরে তুলে, আর নোদ গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, সে এতকাল আমরা কখনই নিন্দা করিতে পারি না। * * বঙ্গভাষায় প্রতিবৎসর এইরূপ একখানি নাটক প্রস্তুত হইলে, আমরা যার পর নাই নোঁতাতে বিস্ময় করিব।

ঢাকা প্রকাশ।

বঙ্গকাব্যোজ্ঞানে নাটকের ইতিহাস দর্শনে আমাদের হস্ত নবোদগেরই বোধ হয় এইরূপ মত হইয়াছে যে বঙ্গভাষাধীন নাটকের সংখ্যা যতই অল্প হয় ততই বঙ্গীয় যুবকগণের মঙ্গল। এদেশীয় যুবকগণ নবুপান করিতে যাইয়া যদি বিষপানে হতাশ হন, তাহা হইলে আর এরূপ পয়োমুখ বিষপূর্ণ নাটকের প্রয়োজন কি? স্মৃতি কালি আবার এইরূপ নাটকের সংখ্যাই অধিক। সে বাহা হউক শরৎ-সরোজিনীকে আমরা নেরূপ চক্ষে দেখিতেছি না। এতৎপাটে প্রতি স্মৃতি। বিলুপ্তি-নির অকৃত্রিম সত্য দর্শনে তৎপ্রতি ব্যস্ততা ভক্তি হয়—মতিলালের অসম্ভবিত্বতা এবং ভুবনমোহিনীর চরিত্র দর্শনে ভুবনমোহিনীর নিষ্ঠুরতাকেও প্রশংসা করিতে হয়। * *। নরক ধানি বঙ্গভাষায় নাটক সংসারে ব্রহ্মরূপ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় বিষয় এই, বঙ্গভাষায় দাস মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পাঠে অসম্ভবিত্বতা বঙ্গভাষায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। * *।

২৫
১৬২

উৎসর্গ।

বন্ধুবর

শ্রীকৃষ্ণ বাবু

হেমন্তকুমার ঘোষ,

অমৃতবাজারপত্রিকাসম্পাদক-

মহানগর

ভাই হেব,

তোমার আর শিশিরের স্বপ্ন ইহজন্মে পরিণাম কবিত
লান না। নিরুপায় ব্যাধি চিকিৎসকদিগকে পরাস্ত কবিয়াছে। ক
শীঘ্রই ছিন্ন হইবে। ব্রাহ্মসুত্রী সন্ন্যাসিনীকে স্নেহের চক্ষে দেখি
দের উপর এবং উপদ্রবাবুর উপর তাহার সমস্ত ভার অর্পণ করি
ব।

চিরবাসিত,

শ্রীদুর্গাদাস দাস।

